UAP CESF
CIVIL ENGINEERING STUDENT FORUM

VUMICOMPO

VOL-13

Spring-2017

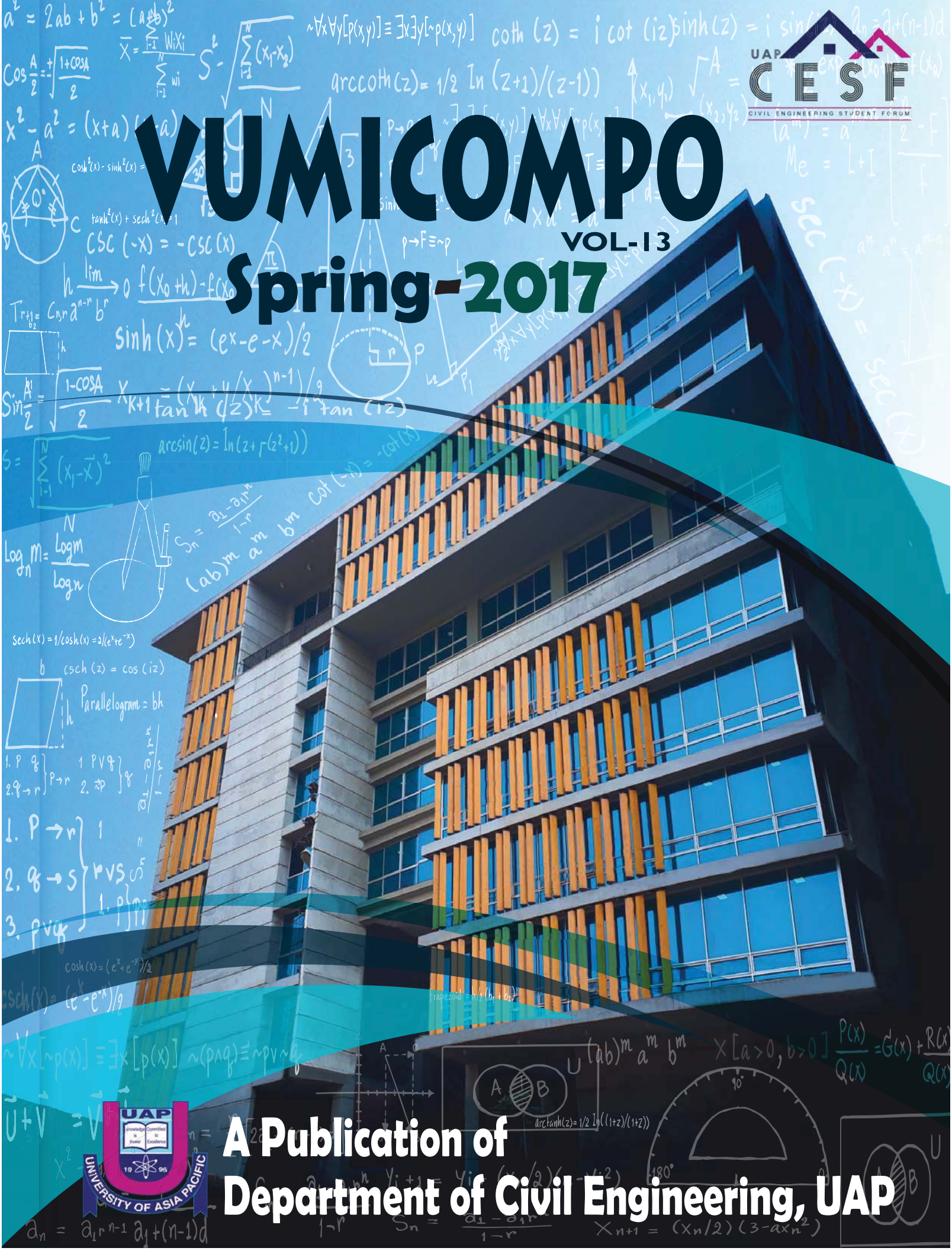

A Publication of
Department of Civil Engineering, UAP

সম্পাদক মন্ডলী

উপদেষ্টা মন্ডলী

অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপিকা ডঃ নেহ্‌রীন মাজেদ

সম্পাদক

মোঃ সাফায়াত হোসেন

সম্পাদনা সহযোগী

নাঈম ইসলাম

আলাউদ্দিন আদর

তাঞ্জির ইসলাম প্রান্ত

লেখা ও ছবি সংগ্রহ

মোঃ ইফতেখার হোসেন

জাকারিয়া হাসান তন্ময়

আশিকুর রহমান

আসাদুজ্জামান রাসেল

উম্মে যানযাবিল সায়মা

প্রচ্ছদ

মোঃ রাসেদুল হাসান

সার্বিক সহযোগিতায়

মাহফুয কানন, ফারহা সালসাবিল নিঝুম, কমল হাসান

পরিবেশক

পুরকৌশল বিভাগ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

সম্পাদকের বানী

"ভূমিকম্প" পত্রিকার ১৩ তম সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যেহেতু এই সংখ্যাটি একটি নতুন সেমিস্টারের শুরুতে প্রকাশ পাচ্ছে সেহেতু সংখ্যাটির প্রত্যেকটি গল্প, কবিতা ও পুরকৌশল বিভাগের সকল কার্যক্রম, সকল নতুন ও পুরাতন ছাত্র – ছাত্রীদের আনন্দিত করবে। এ সংখ্যাটির যে মোড়কে আবৃত হয়ে পাঠকের হাতে পৌছালো তা দেখে পাঠকের মন নিজে থেকেই বলে উঠবে ইহা আমাদের সেই "ভূমিকম্প" যেখানে আমাদের পুরকৌশল বিভাগের ছাত্র – ছাত্রীদের কার্যক্রম গুলো ভুমিকম্পের নেয় সর্বত্র নাড়া দেয়।

আমি বিশ্বাস করি, এই ধরেনের চর্চা নিয়মিত অব্যাহত থাকলে এই বিভাগ থেকে বেরিয়ে আসবে অসংখ্য প্রাবন্ধিক, গল্প লেখক, কবি সহ আরো অনেক প্রতিভাবান মানুষ। এই পত্রিকার মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের পুরকৌশল বিভাগের, ছাত্র – ছাত্রীদের প্রতিভা মণ্ডিত কার্যক্রম গুলোকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে করে একজন মানুষ এই বিভাগের ছাত্র – ছাত্রীদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সাথে তাদের মুল্যায়ন করতে পারে এবং সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি ও আমরা তখনই বলব আমাদের পরিশ্রম মেধা সফল হয়েছে যখন পাঠককে এই পত্রিকাটি পুলকিত করবে এবং আনন্দ দেবে, তার সাথে পুরকৌশল বিভাগের নানাবিধ কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

যে কোন সুন্দর নির্মাণের পেছনে থাকে আত্মত্যাগের গল্প, যা সৌন্দর্য্য উপভোগকারী পাঠকের অজানাই থেকে যায়। পাঠকের চোখে উপভোগ্য হলে, লেখকদের হৃদয় তৃপ্ত ও প্রশান্ত হয়। ঠিক তেমনি প্রত্যেক সুন্দর সৃজন হয় একই প্রক্রিয়ায়। একই উদাহরন সংখ্যাটির সৃজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি পুরকৌশল বিভাগের ছাত্র – ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে তবে আমার ও পত্রিকা কমিটি এর সকলের ক্লান্ত হৃদয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। প্রযুক্তির এই যুগে হয়তো শুধুমাত্র এই মুদ্রিত সংখ্যা সবার কাছে নাও পৌঁছাতে পারে তবে অনলাইনে ও যাতে এই পত্রিকা সবার কাছে চলে যায় আমাদের সেই চেষ্টা ও অব্যাহত থাকবে। আশা করি পুরকৌশল বিভাগের সকল ছাত্র – ছাত্রী, শিক্ষক মণ্ডলী ও স্টাফদের ভবিষ্যৎ এ ও এমন সহযোগিতা থাকবে এবং পুরকৌশল বিভাগের এই "ভূমিকম্প" সমগ্র দেশে একদিন সাড়া ফেলবে।

"ভূমিকম্প" পত্রিকার ১৩ তম সংখ্যা প্রকাশনায় যারা সামনে পিছনে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করছি। ভবিষ্যৎ এ যাতে এই প্রকাশনা অব্যাহত থাকে সেদিকে যেন সকলের সুদৃষ্টি থাকে সেই কামনায় সকলের জন্য রইল অগ্রিম ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ সাফায়াত হোসেন
রেজিঃ নং - ১৩২০৫০৬৫
চতুর্থ বর্ষ

সুচীপত্র

গল্পঃ

- পরিণতি..... 9
- ইউ, এ, পি এবং আমি.....10
- কৌতুক.....11
- জমানো ভালোবাসা.....12
- মানুষ স্বপ্নের কারিগর.....13
- বৃক্ষ.....16
- জোড়াডানা.....17
- রোবটের মাতৃত্ব.....19
- দেখা হবে পরিচিত ক্যাম্পাসে,ধূসর কোন বৃষ্টির বিকালে.....24
- পাপ.....25
- চোখ 30

কবিতাঃ

- সময়ের আবর্তন.....33
- বাংলার মাটি বাংলার জল.....33
- জীবন পরিদর্শন.....38
- তুমি জানলে না.....38

MESSAGE

I would like to welcome the students, the faculties and the readers to the 13th edition of the magazine, "VUMICOMPO" published by the UAP CE Student Forum from Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific.

Even though the students of the department are very busy with their study schedules the 13th edition of the magazine "VUMICOMPO" has been published yet again this semester. This issue is the product of all the hard work and effort of the students and the faculties of the department. I would like to thank all the people who were involved with the publishing of the magazine.

Within this short period of presence, this magazine has been very popular among the students of this department and it has also allowed the extra-curriculum development of the students along with their prosperity in the educational background.

I would once again like to thank everyone who has worked hard to help the publishing of this magazine. I welcome their continued effort and hard work because their hard work is the reason that the magazine has improved in quality and broadened its horizons. I hope for their continued success.

Professor Dr. M. R. Kabir
Pro Vice Chancellor
University of Asia Pacific

MESSAGE

I am extremely delighted to write this message in the 13th edition of the "Vumicompo" magazine published by the students of the Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific.

In present knowledge-based society, extra-curricular activities are important to improve the leadership, communication, and literacy skills and to increase the societal commitments of the students. Knowledge is the ability to solve a particular problem using the techniques and processes acquired through formal education that also requires to consider the societal, environmental and economic well being of a particular society. To be in touch with society, students must be proactive to get involved with various activities to be aware of the real-life challenges and needs of the society.

Department of Civil Engineering always encourages students for extra-curricular activities through nine different students clubs. The department aims to produce quality engineers who are ethical and socially responsible. This magazine, which has been very popular among the students, is a platform for showcasing literary skills of the students and highlighting different activities of students clubs.

I want to thank students, faculty members and staffs of the department who are associated with this publication for their contribution and support despite their busy academic schedules and administrative duties.

I sincerely hope that the readers will enjoy reading this magazine.

Dr. Muhammad Mizanur Rahaman
Professor and Head
Department of Civil Engineering
University of Asia Pacific

PERSPECTIVE: TO RETURN OR NOT TO RETURN, WHERE TO RETURN!

Dr. Nehreen Majed
Associate Professor
Advisor, Civil Engineering Students' Forum
Department of Civil Engineering
University of Asia Pacific

A lot many times while thinking closely regarding the issue of settling in home country, we are faced with a conflict between the reality and the actual desire. A country of 700 rivers, highlands, greeneries, regional diversity in dialects, culturally uprising ambience make the position of the country pretty distinct amongst international representations. However, the development ladder becomes slippery when concentration shifts to the regional conflicts, poverty, and lack of opportunity or incentives to acknowledge the educated pool, contradictory religious beliefs and infiltration of dirty political views among the young generations who are supposedly the future of the nations. The reiteration of these established scenarios would never cease to lose its appeal since we keep renouncing our ethical, moral and national obligations. The common phrase keeps reverberating among the home settlers; "There is no security, there is no future, there is only darkness ahead".

The reality is we love to escape. This act cannot be categorized under "wrong-doing" and no blame can be imposed on people for choosing a more secured, colorful, happy-go-lucky, so-called "peaceful", environmentally and aesthetically sound life. However, how are we going to justify than that we can as mentors motivate the future generation to still dream about a country that will not make its citizens to sigh deeply feeling that only the chosen and the luckier few can leave the country to enjoy the envisioned western heaven! There is no way we can ever disown our very original root. The implication is not that the expatriates do not feel passionate about their home country or they have no patriotic views or initiatives. In fact, a lot many instances can be stated when countless expatriates contribute towards the national development and represent their nation to address the discrepancy between the migrated talents and the obligations towards these brain-draining realities.

There is no use in questioning the conscience of our citizens when they opt for dual, triple or quadruple citizenships and bask in the so-called countries of sunshine as long as our "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা" fail to serve up to the standards. There starts the expatriate visitors' rhetoric on the flourishing life standards they maintain and the "hell" they came to visit spoiling the true nature of the vacation. But this is the part that is visible in our eyes only. The part of the act that remains behind the scene are these expatriates are bringing in the substantial amount of foreign currency, which is a significant incentive even for the home-sick expatriates for being apart from there near and dear ones. These groups would happily settle at home

given the in-house opportunities would allow them to raise their families decently right here where their soul exists. So, who is to blame and what is to be done to solve the dilemma?

One problem with our overpopulation is the lack of true valuation of our manpower. The population has mostly remained only as a limitation for us. The number has in very few instances been brought to our favor, for example, appointing labor with underestimated wage levels, as manpower is easily available. Why would this valuable manpower not be allured to serve the western heaven if we compare the wage levels for different kinds of services with theirs and ours? Even if the institutional learning suffices for the knowledge depth, however skilled manpower is not a common reality. The stress or focus is mainly imposed on acquisition or engulfing of theories or methods that will lead to certain outputs, but the smartness to deal with practical predicaments is not being nurtured with priority. Additionally, the efforts of those who still keep attempting for betterment or search for opportunities continuously face impediments due to the reservation of certain controlling groups to welcome the newcomers with fresh ideas.

We cannot move away from or ignore the challenges while we conveniently keep harping on the mismanagement, lack of infrastructure, lack of professionalism, lack of practical perspectives in new generation's etc. generalizations. Positive attempts have to be put in practice so that we can make these new generations ready and resistant enough that they do not shy away from making the difficult choice of settling in home countries amidst the struggling conditions. In fact, they should feel responsible enough to get themselves prepared (abroad if needed) to impart all their capacity in the service of the country; that country which gave them/us the opportunity to grow up to our desired level at the minimal cost at which no other country in the world would ever be able to make it available. Time is changing; progress is visible and there is hope for us that one day none has to think about escaping from this motherland, but with courage and pride, this country will hold more and more skilled and educated talents to shape up the nation. Cheers to the future generation who are going to join being the architects of this nation!!!!!

THE AUTHORS WOULD LIKE TO DEDICATE THIS MAGAZINE TO OUR CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT STUDENT LATE MUSHFIQUR RAHMAN

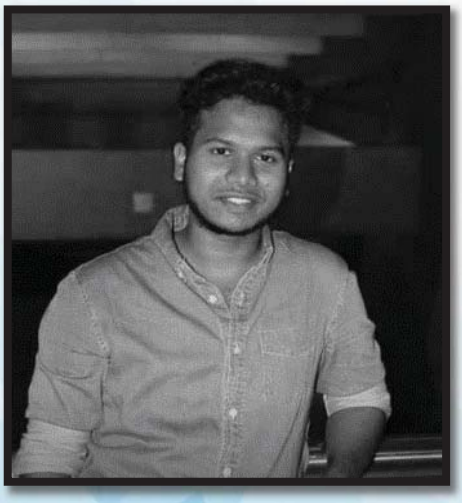

Name: Mushfiqur Rahman

Reg: 16105064

Date of birth: 4th January, 1996

Date of death: 3rd September, 2017

পরিণতি

নাঈম ইসলাম (১৪১০৫০৮৭)
চতুর্থ বর্ষ

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যখন কলেজে আসলাম তখন নিজেকে একটু বড় বড় লাগতে শুরু করলো। শার্টের কলার উপরে করে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া মেয়েদের দেখলে চোখ বাঁকা করে তাকানোর অভ্যাসটা সবই যেন পেয়ে বসলো। বাবা খুব বকা দিতো কিন্তু মা সব সময় বাবার সামনে বাধা হয়ে দাড়াতো। আজকাল বন্ধুদের সাথে ডিজে পার্টিতে যাওয়া বড়লোকের ছেলেদের মত মদ গেলা আর জুয়ার বোর্ডে বসে নিজেকে বাজি রেখে খেলার অভ্যাসটা ভালোই রপ্ত করেছি। কলেজ শেষে কোন রকম পাশ করে ভার্সিটি। প্রথমে বাবার কাছে বায়না বাইক ছাড়া ভার্সিটি যাবো না। বাবা কিছুতেই রাজী হলো না। পেনশনের কিছু টাকা জমিয়ে রাখা ছিল বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য তা দিয়ে আমাকে একটা বাইক কিনে দিলো। বাইকের চাবিটা যখন আমার হাতে দিলো তখন বাবার মুখটাতে কেমন জানি একটা হাসি দেখতে পেলাম। দূর থেকে দেখলাম ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমার বোনটা খুশীতে লাল হয়ে গেছে। ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। বায়না করলাম বন্ধুদের ট্রিট দেওয়ার জন্য টাকা দিতে। মা একটা কচকচে পাঁচশ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাতে কি আজকাল হয় বলুন? আলমারি খুলে মায়ের গয়নার বাক্স থেকে কানের দুল নিয়ে বাজারের হরিপদের দোকানে বিক্রি করে দিলাম। সেই টাকা দিয়ে বন্ধু দের নিয়ে চলে গেলাম ডিজে পার্টিতে। এলকোহলের সাথে ডিস্কো নাচ তারপর বাইক রেইস সবই হল। বাসায় ফেরার কথা বলতেই বন্ধুরা বায়না ধরল জোয়ার বোর্ডে একটা উঁকি মেরে যেতে। হারতে হারতে খেলার নেশাটা ভালোই পেয়ে বসলো। শেষ পর্যন্ত বাইকটা বাজী রেখে খেলে ফেল্লাম এক বোর্ড। অবশেষে বাইকটাও হারাতে হল। বন্ধুরা একটা সিএঞ্জিতে তুলে দিল আমাকে বাসায় নামিয়ে দিতে। বাসার দরজায় টোকা দিতেই বাবা বের হয়ে এলো। বাবা,

"কটা বাজে?

আমি চুপচাপ ঘরে ঢুকলাম। মা টেবিলে আমার জন্য আমার পছন্দের খাবার সাজিয়ে রাখলেন। ঘরে ঢুকতেই বোনটা পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে বলল,

"শুভ জন্মদিন ভাইয়া।

আমি একটা হাসি দিতেই সে সরে গেল আর নাক ছেপে ধরে বলল,

"ভাইয়া, আজকেও তুই মদ খেয়ে বাসায় এসেছিস?

বাবা আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল,

"বাইক কোথায়?

আমি বললাম,

"চোরে নিয়ে গেছে।

বাবা ছুটে এসে আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন। তারপরের দিন দেখি মা বাবার সাথে আমাকে নিয়ে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বাবা অনেক বুঝিয়ে মাকে নিয়ে এসেছেন। মা আমার সাথে কথা বলে না দু চার দিন হল। শুনেছি বোনের ভালো ঘর থেকে একটা সম্বন্ধ এসেছে। পাত্রের বাবার কোন চাওয়া পাওয়া নেই শুধু একটা বাইক কিনে দিতে হবে পাত্রকে। বাবা অনেক কষ্ট করে বাইকের টাকাটার ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকাটা আমি চুরি করেছিলাম। এই আমি চুরি করেছি। বাড়ির লোকেরা সবাই জানতো চুরিটা আমি করেছি। সেদিন ছোট বোনটা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর চোখে ছিল শুধুই ঘৃণা। বাইক দিতে পারেনি বলে ওরা রাজী হয়নি বিয়ে দিতে। সেদিন বাবা স্ট্রোক করে চলে গিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে। তাঁর দুদিন পর বাসায় ফিরে দেখি বোনটা ফ্যানের সাথে ঝুলে আছে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মা নেই।

আজ আমার বয়স হয়েছে। চুলে পাকা ধরেছে, শরীরে জং ধরেছে। এই বৃদ্ধাশ্রমে আছি গত পনের বছর ধরে। নাতিটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু গত দশ বছর ধরে আমাকে দেখতে এখানে কেউ আসে না। আজ আমার সেই যৌবন নেই, আছে বার্ধক্য। আর এই বার্ধক্য যে আমারই পাপের ফল।

ইউ, এ, পি এবং আমি

নিক্কন বিশ্বাস (১৩২০৫০৫৪)
চতুর্থ বর্ষ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই মোটামুটি আমি আমার হবু রেজাল্ট সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে অযথা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে ছোটাছুটি করবনা। যেই ভাবনা সেই কাজ। ফলে পরীক্ষা শেষে বন্ধুরা যখন ঢাকায় এসে কোচিং করতে ব্যস্ত আমি তখন পত্রিকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন দেখা নিয়ে ব্যস্ত। কোন ভার্সিটির ক্যাম্পাস বড়, কোন ভার্সিটির নাম সবাই জানে, কোন ভার্সিটির ছবি প্রতিদিন পেপারে ছাপা হয়, কোনটায় কম টাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায় মোটামুটি এইসব খোঁজখবর রাখা ছিল আমার দৈনন্দিন কাজের বড় অংশ। তবে পড়ার বিষয় হিসেবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফিক্সড। এরপর বহু প্রতীক্ষিত রেজাল্টের দিন। রেজাল্টও পাইলাম। পূর্বধারণাটাই ঠিক হল। আমার রেজাল্ট নিয়ে মোটামুটি আমি ছাড়া আর সবাই অখুশি। রেজাল্টের কিছুদিন পর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় আগমন। স্বপ্ন পূরনের জন্য বেছে নিলাম দৈনিক অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন দেওয়া স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কে।

কিন্তু বাবা বললো স্টামফোর্ডে **আই, ই, বি মেম্বারশিপ** নাই।

আমি বললাম **আই, ই, বি মেম্বারশিপ** আবার কি জিনিস**??**

বাবা বলে এটার অনুমোদন না থাকলে প্লানে সাইন করা যায় না। তুই এশিয়া প্যাসিফিকে ভর্তি হ। ওইটায় **আই, ই, বি মেম্বারশিপ** আছে। এই কথা শোনার পর আমার মাথায় হাত। এশিয়া প্যাসিফিক **??** এই নাম তো কখনো শুনি নাই। কোন পেপারে কোন বিজ্ঞাপন ও দেখি নাই কোনদিন। বাবাকে বুঝিয়ে অতপর ভর্তির জন্য গেলাম স্টামফোর্ডে। সেখানে গিয়ে ওখানকার সিভিল ৪র্থ ইয়ারের এক বড় ভাইর সাথে পরিচয়। বিস্তারিত জানলাম **আই, ই, বি মেম্বারশিপ** সম্পর্কে। তিনি ওখানকার ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বললেন ইউএপিতে ভর্তি হও। এরপর বাবার সিদ্ধান্তই মেনে নিয়ে ইউএপিতে এডমিশন দিয়ে কোনরকমে চান্স পেয়ে ভর্তি হয়ে যাই। স্পষ্ট মনে আছে ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম ক্লাস। এখানে এসে দেখি আমার মত আরও অনেকেই আছে যাদেওর স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু কেউই আমার পরিচিত না। এরপর আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব হয়ে যায় প্রায় সবার সাথে। ওয়ালি খান, আবু নাহিদ, কাইয়ুম আলী, রোমান, নাজিফ, সাফায়েত, শুভ, বাতেন, আতিক, সাজ্জাদ, হৃদয় এদের সাথে প্রথম থেকেই ভাল সম্পর্ক হয়ে ওঠে। আর এখানে এসে বুঝতে পারলাম বাবা কেন শুধু এশিয়া প্যাসিফিকে ভর্তি হতে বলতেন। অন্যতম কারন ছিল এখানকার অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী। জামিলুর রেজা স্যার, কবীর স্যার, আনাম স্যার,মিজান স্যার, ফারজানা ম্যাম, হাসান স্যার, নেহরীন ম্যাম, কাকলী ম্যাম, হাসনাত স্যার সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের ইউএপি আজ সর্বসেরা। চলতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের নানা উত্থান-পতন,নতুন অভিজ্ঞতা, বড় ভাইদের ভালবাসা,বন্ধুদের সাথে খুনসুটি। পড়ালেখার ক্ষেত্রে ওয়ালী, সাজ্জাদ সহ অনেকেই যথেষ্ঠ সাহায্য করেছে আমাকে। এভাবে নানা সুখ আর আনন্দের মাঝে দিন কাটাতে কাটাতে এমন এক দুঃসংবাদ শুনলাম যা শুধু আমাদের ৩৩ ব্যাচকেই নয় কাঁদিয়েছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে। এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয় প্রিয় সোহান এবং আমারা চিরদিনের জন্য হারাই আমাদের প্রিয় রানা কে।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটা ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। ঈউ-১০৭ ক্লাসে ক্লাস টেস্ট হচ্ছে। ১০ এর মধ্যে পরীক্ষা। ৫ নম্বরের উত্তর লিখে যেই পিছনে তাকাইছি, অমনি স্যার বিদ্যুৎ বেগে কাছে এসে খাতার উপর লাল কালিতে (২) লিখে দিলেন। রাগে তখন ভয়াবহ অবস্থা। ভার্সিটির সবচেয়ে অপছেন্দের মানুষের তালিকায় স্থান করে নিলেন তিনি। অতঃপর রেজাল্টের দিন দেখি স্যার (- ২) কে (- ২) করে দিয়েছেন। অমনি অপছন্দ থেকে ঁঅচ টা কাটা গেল। অপছেন্দের মানুষটি মুহুর্তেই হয়ে গেল প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আজও তিনি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, আর শুধু আমার কাছেই না আমাদের ইউ,এ,পি পুরোকৌশল পরিবারের এই অভিবাবক মিজানুর রহমান স্যার আমাদের সবারই প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রায় শেষের দিকে পৌঁছে গেছি। স্বপ্ন পূরনের প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু আজও চির অম্লান সেই প্রথম দিন। সেদিন যাদের সাথে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতাম, আজ তাঁদের বিনা কারনে গালি দিতে কোন কার্পন্য করি না। সবাই আমার জন্য এবং আমার ৩৩ ব্যাচের জন্য দোয়া করবেন। দোয়া করবেন আমাদের সবার বাবা-মার জন্য, যাদের জন্য আমরা আজ এতদূর। ভাল থাকুক প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য।

JOKES

Soimonty Saroari Shormin (16105066)
2nd Year

Student: Teacher!
Teacher: yes...
Student: Would you punish me for something I did not do?
Teacher: of course not.
Student: I didn't do my Home work.

The Meaning of Homework-
H.O.M.E.W.O.R.K
H = Half
O = Of
M = My
E = Energy
W = Wasted
O = On
R = Random
K = Knowledge

জমানো ভালোবাসা

মোঃ তাজকির মোসাদ্দেক (১৫২০৫০০৬)
দ্বিতীয় বর্ষ

রুদ্র প্রতিদিন পায়ে হেঁটে কলেজে যায়। পথ ভাড়া হিসেবে যে কয় টাকা দেয়া হয় তা সে জমিয়ে রাখে। তার স্বপ্ন দামী দেখে একটা মোবাইল সেট কিনবে। তার বন্ধুরা সবাই ভালো ভালো সেট চালায়। তারও ইচ্ছা হয় ওদের মত সেট কিনতে। বাবাকে বলে লাভ নেই, তার ক্ষমতা কোথায় রুদ্রকে অত দামী সেট কিনে দেবার? তাই সে তার বাবাকে কিছুই জানায় না। দুপুরের অমন কাঠফাঁটা রোদে হেঁটে হেঁটে সে কলেজে যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা জমায়। রুদ্রর বাবা এলাকার ছোটোখাটো একটি কে.জি স্কুলের হেডমাস্টার। কত টাকাই বা আয় করেন। যে বাড়িটাতে রুদ্ররা থাকে সেটা একটা টিনশেড বাড়ি। বাড়িটা নেহায়েৎ নিজেদের বলে রক্ষা। ভাড়া বাসায় থাকতে হলে ওদের আর খেয়ে পরে বেঁচে থাকা লাগতনা। রুদ্রর মা টুকটাক সেলাইয়ের কাজ করেন। বাবা মা মিলে যা আয় করেন তা দিয়েই রুদ্রদের দিন গুজরান করতে হয়। রুদ্রর ছোট বোন ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে আজ কিছুদিন যাবৎ জ্বরে পড়েছে। তাকে ডাক্তারের কাছে নেব নেব করে নেয়া হচ্ছে না। সবাই ভাবছে সামান্য জ্বর; কয়েকটা প্যারাসিটামল খেলে এমনিতেই সেরে যাবে। কিন্তু, জ্বর কমছেইনা।অবশেষে না পেরে রুদ্রের বোনকে নিয়ে বাবা ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার কয়েকটি টেস্ট করতে বলেন।

টেস্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ডাক্তার সাহেব সব দেখেশুনে বললেন, "আপনার মেয়ের তো টাইফয়েড হয়েছে।চ রুদ্রর বাবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ডাক্তার সাহেব যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু করতে বলেন। তিনি আরো বলেন, চিকিৎসা করাতে দশ হাজার টাকার মত লাগবে। রুদ্রর বাবার মুখ কালো হয়ে যায়। এই সময়ে এতগুলো টাকা কিভাবে জোগাড় করবে সে?

চিন্তিত হয়ে রুদ্রর বাবা বাসায় ফিরে আসেন। সবাইকে রুদ্রর বোনের অসুস্থতার কথা জানান। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। টাকাগুলো জোগাড়করাও চাট্টিখানি কথা নয়। রুদ্রর বাবার ঘাড়ে এখন এমনিতেই ঋনের বোঝা চেপে আছে। তার ওপর আবার এত্তগুলো টাকার চিন্তা মড়ার ওপর খাড়ার ঘার মতোই চেপে বসে। রুদ্রের কাছে এখন প্রায় দশ হাজার টাকার মত আছে। সে বাবাকে টাকাটা ধরিয়ে দেয়। রুদ্র বলে, "বাবা পথ ভাড়ার টাকা জমিয়ে এতটা হয়েছে। আমার কাছে আর নেই।চ চোখ জলে ভরে ওঠে তার বাবার। বাধ্য ছেলের মত টাকাটা নেয় সে। তার তো এছাড়া আর পথ খোলা নেই।

বাবা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। আর অভিশাপ দেন তার কপালের লিখনকে। শেষমেশ ছেলের এত কষ্টের টাকা তাকে নিতে হল। আর এভাবেই অনেক স্বপ্নের বলি দিতে হয় নতুন স্বপ্নকে কাছে পাবার আকুল প্রত্যয়ে। রুদ্রের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা এভাবেই তাদের স্বপ্নকে বিলিয়ে যায়। নতুন স্বপ্নকে লালন করে বুকের মাঝে। তবে কি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া একটি অভিশাপ?

Moral Story: John an Actor

Soimonty Saroari Shormin (16105066)
2nd Year

John was an actor. He was brilliant. He had a strange character. He insisted on realism. He was a headache to his manager.A drama was played. The first was drinking scene. Water was provided in a cup. John insisted on liquor. The manager had brought a bottle of liquor. The second was a fighting scene. He insisted on real swords. Steel swords were provided. The third scene was the one in which the hero was drinking poison. The manager offered provided him to real poison. The actor was in fix. He realized his mistakes. He realized the importance of practicality in life. He promised to be sensible in future.

Moral: Practicality in life is important.

মানুষ স্বপ্নের কারিগর!

আলাউদ্দিন আদর (১৫১০৫০৭৯)
তৃতীয় বর্ষ

স্বপ্ন।ছোট্ট একটি শব্দ।অথচ এটির উপর টিকে আছে জগৎ সংসার! শুধু মানুষ নয় স্রষ্টার সৃষ্ট প্রায় সকল প্রাণীরই কোন না কোন স্বপ্ন থাকে।মানুষ সব সৃষ্ট হতে আলগা।স্রষ্টার ভাষায় মানুষ আশ্‌রাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। সে জন্য স্বপ্নগুলোও হয় বেশ অদ্ভুত !স্বপ্ন দেখেনি জগতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।মানুষ শুধু ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না,জেগে জেগে স্বপ্ন বানায়।জেগেই গড়ে স্বপ্ন প্রাসাদ! সেজন্য মানুষ কে আমরা স্বপ্নচারী প্রাণী ছাড়াও বলতে পারি স্বপ্নের কারিগর(?)

এখন স্বভাবত প্রশ্ন আসতে পারে-মানুষ স্বপ্নচারী সেটা আমরা মানুষ হওয়ার দরুণ জানি।কিন্তু অন্য প্রাণী যে স্বপ্ন দেখে সেটার প্রমান কি?হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন।এই প্রশ্নের উত্তর জানতে খুব বেশি জ্ঞানি হতে হবে না।আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান প্রাণীকূলের দিকে খোলা চোখে তাকালেই আমরা তা সহজে বুঝতে পারবো।

এই লেখায় আমরা দুটি অতিপরিচিত প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে প্রাণীর স্বপ্নের বিষয়টি ব্যাখ্যা করবো।প্রথম প্রাণীটির নাম পিপীলিকা।আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র এই প্রাণীটি দুনিয়া জয় করার স্বপ্ন দেখেন কি না সেটা আমরা জানি না। তবে আমরা প্রায়শই দেখি এই প্রাণীটি খাদ্য সংগ্রহে ব্যাকুল। কোথাও যদি একটুকরো খাদ্য কণা কিংবা একটি চালও কোন পিঁপড়া কুড়িয়ে পায়,সে তা সেখানে না খেয়ে বয়ে নিয়ে যায়

সংগ্রহশালায়।এমনো দেখা যায় যে ঐ খাদ্য কণাটির আকৃতি ঐ পিঁপড়ার আকৃতির কয়েকগুণ! পিঁপড়াটি তো ইচ্ছে করলে ঐ খাদ্য কণাটি হতে কিছু অংশ খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বাসায় ফিরে যেতে পারতো।কিন্তু কেন সে প্রাণপণ লড়ে যায় সে খাদ্য সংগ্রহের জন্য?

হ্যাঁ উত্তর আমিই বলে দিচ্ছি ,স্বপ্ন পূরণের জন্য।পিঁপড়াও স্বপ্ন দেখে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার। ভবিষ্যৎ সুখের জন্য, তাই কাজ করে যায় নিরন্তর।

দ্বিতীয় প্রাণীটির নাম মৌমাছি। তারাও স্বপ্ন বুনে সুখের আগামির। তাই শত শত ফুলে ঘুরে মধু খুঁজে। জমা করে মৌচাকে। স্বপ্নহীন হলে মৌমাছি কি মধু জমাতো? আমি বলবো নাহ...

এবার আসি মানুষের স্বপ্নে, মানুষ দু'ভাবে স্বপ্ন দেখে। ঘুমিয়ে এবং জেগে জেগে।ঘুমে যে স্বপ্ন দেখে তা অলীক,ঘুম ভাঙলে হারিয়ে যায়।সচেতন মনে দৃঢ় চিত্তে দেখা স্বপ্নই বাস্তবে রুপ নেয় ।মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় কাঙ্খিত মন্জিলে।

এখানে আমরা একজন মানুষের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। যিনি জগৎ খ্যাত হয়েছেন কেবলই স্বপ্নের জোরে।স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য করেছেন কঠোর পরিশ্রমও। তার বাড়ি বেশি দূরে নয়। আমাদের পাশের দেশ ভারতে। হ্যাঁ, আমি ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম আজাদের কথাই বলছি।

একবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এমসিসিআই) ১১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে যুব সংলাপের আয়োজন করা হয়। যুব সংলাপের প্রধান বক্তা ছিলেন এপিজে আবদুল কালাম।সেখানে তিনি বলেন-

দেখতে হলে বড় স্বপ্ন দেখো। ছোট স্বপ্ন দেখা অপরাধ। আর যে স্বপ্ন দেখেছ, তা বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করো।

তিনি বলেন, আমি দিল্লি থেকে উড়োজাহাজে চেপে বাংলাদেশের ওপর যখন আসি, তখন প্রথম দেখি শুধু পানি। বাংলাদেশীরা পানির দেশের মানুষ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই যুব। ভারতেরও যুবশ্রেণীর সংখ্যা প্রচুর। আর এ যুব শ্রেণীই দেশের ভবিষ্যত্। পৃথিবীতে কয়েকশত কোটি মানুষ, শতকোটি স্বপ্ন এবং শতকোটি দ্বন্দ্ব। তবে এর মধ্যে থেকে নিজেকে তুলে ধরতে হলে এমন কিছু করতে হবে, যা মানুষ মনে রাখবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি বলেন, চারটি বিষয় নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। জীবনের বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রচুর জ্ঞান আহরণ করতে হবে। সমস্যাকে কখনো নিজের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয়া যাবে না। বরং তোমাকেই সমস্যার ওপর কর্তৃত্ব নিতে হবে। কারণ যারা দলনেতা, তারা জানেন কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে হয়। আর দলনেতা জানেন কীভাবে সাফল্য ও ব্যর্থতা সামলাতে হয়।

সংলাপের এক পর্যায়ে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বলেন, আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের শিক্ষক বোর্ডে একটি বই এঁকে তার লেজ লাগিয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, বিষয়টি কেউ বুঝতে পেরেছে কিনা। অনেকেই না বোঝায় তিনি আমাদের ক্লাসরুমের বাইরে নিয়ে এলেন পাখি দেখাতে। তিনি দেখালেন, কীভাবে পাখি তার পাখা ঝাপটিয়ে ওড়ে এবং লেজের অংশ দিয়ে দিকনির্দেশনা ঠিক করে। ফলে এখানে লেজকে আমি জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করছি, আর পাখাকে বইয়ের সঙ্গে। এ সংলাপ শেষে তোমরা নিজেরা চিন্তা করতে থাকবে তোমাদের পাখা রয়েছে, যার মাধ্যমে তোমরা উড়তে পার অথবা কারো কারো মধ্যে বিশেষ কিছু রয়েছে, যার মাধ্যমে নিজেকে অমর করতে পার। যেমনটি করেছিল টমাস আলভা এডিসন, গ্রাহাম বেলসহ অনেকেই।

তিনি জালালউদ্দিন রুমির একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে। নিজেকে বলতে হবে আমি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছি। আমি আইডিয়া এবং স্বপ্ন নিয়ে জন্মেছি। আমি পিছিয়ে থাকার জন্য জন্মাই নি। কারণ আমার স্বপ্ন রয়েছে। প্রতিটি মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মে, প্রত্যেকে কিছু বিশেষ গুণ নিয়ে আসে। নিজ গুণগুলোকে অনুধাবন করে সে অনুযায়ী নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এতো শুনালাম এক আবুল কালাম আজাদের গল্প।জগতে এমন হাজারো মানুষ আছে যারা শুধু একটি বাস্তবিক স্বপ্ন দেখতে পেরেছিল বলেই তারা বিশ্বখ্যাত। কখন কেউ ভেবেছিল কৃষ্ণ চামড়ার ওবামা সাদা চামড়া ওয়ালাদের ত্রানকর্তা হবে? মিশেল ওবামা হবে ফার্স্ট লেডি? হোয়াইট হাউজ হবে তাদের বাসগৃহ ? কেউ না ভাবলেও ভেবেছিল ওবামা।তার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা সকল ঐতিহ্যকে ভেঙে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রিয় পাঠক আমরা আমাদের আলোচনার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখন আমি, ১৫ মে ২০১৬ সালে রাটগার্স স্টেট ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া বারাক ওবামার সমাবর্তন বক্তৃতার চম্বুক অংশ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে আমার আলোচনার ইতি টানবো।

শুরুতে ওবামা বললেন, 'যে কোনো ধরণের জ্ঞান, হোক সে তথ্য, প্রমাণ, যুক্তি কিংবা বিজ্ঞান- তা সব সময়ই উত্তম। একজন ভালো নাগরিক, সর্বোপরি, একজন মানুষ মাত্রই এই সকল গুণাবলী তার মাঝে থাকা প্রয়োজন এবং যৌক্তিক। যদিও আজকালকার রাজনৈতিক বিতর্ক শুনলে তোমাদের সন্দেহ হতেই পারে, মূর্খতার এমন নিদর্শন কীভাবে উদ্ভব হলো! একটা কথা আমি সবসময় বিশ্বাস করি, রাজনীতি কিংবা জীবন, কোনোক্ষেত্রেই অজ্ঞতা কোনো গুণ নয়, কোনো বিষয় না জানা অহমিকার বস্তু নয়। আমাদের পূর্বপ্রজন্মদের দেখলেই এর প্রমাণ মেলে, যারা কিনা জ্ঞানের আলোকে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার হাজারো বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার মতো বড় বড় সমস্যার সমাধান করেছেন। কীভাবে পারলেন? কারণ তাদের চিন্তায় যৌক্তিকতা ছিলো, তাদের বুকে সাহস ছিল, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আত্মপ্রত্যয় ছিল। এই আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমাদের দেশ, এমনকি গোটা বিশ্ব।'

স্বপ্নবাজ তরুণদের উদ্দেশ্যে ওবামা বলেন-আমি মনে করি এই প্রজন্ম পারবে, ইতিবাচকতার শিক্ষা দিতে, উদারতার উদাহরণ হতে, পরিবর্তনের প্রয়োজনে অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জেগে উঠতে। এই প্রজন্ম শুধু স্বপ্ন দেখতে নয়, স্বপ্ন বাস্তবায়নও করতে জানে। আমাকে খুব ইতিবাচক মানসিকতার মনে হচ্ছে? এই শক্তি দিয়েই ইতিহাসের পাতায় একেকটি জাতি জেগে উঠেছে, বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। আর সেই জেগে ওঠার পেছনে সর্বদাই মূলশক্তি হিসেবে ছিল তরুণ প্রজন্ম। তোমরাও তার ব্যতিক্রম নও, এ আমার বিশ্বাস!

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা, উপরের আলোচনায় আমরা কি জানলাম ? আমরা জানলাম যে প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু স্বপ্ন থাকে।মানুষ অন্যতম স্বপ্নচারী প্রাণী।মানুষ যদি কোন পরিকল্পিত সুন্দর স্বপ্ন দেখে এবং তা বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।তবে সে সফল হয়।আমাদের মহান রব পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা বারাকার শেষ আয়াতে বলেছেন, "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।"

আসুন,আমরা সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখি।

বৃক্ষ

ওমর আল কায়েস পাশা (১৪১০৫০৬১)
চতুর্থ বর্ষ

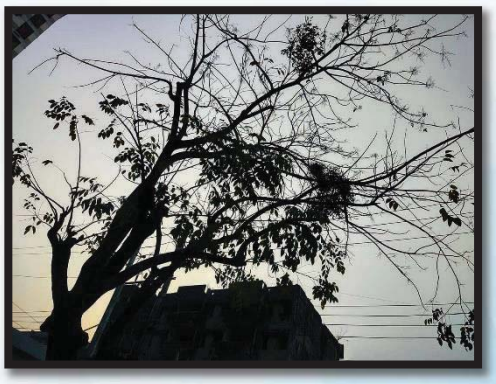

ইট কাঠের শহর ঢাকায় ২০০৭ এর শেষের দিকে পা দিলাম, স্কুল, কলেজ শেষ করে উচ্চতর শিক্ষা লাভের আশায় নিজের পছন্দসই পুরকৌশলী বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ এর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জনপ্রিয় ইউনিভার্সিটি, "ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক" (ইউ.এ.পি) এ ভর্তি হই। ক্লাস শুরু হবার পরে বড় ভাই/বোন, ছোট ভাই/বোনদের সাথে আড্ডা, গল্প, হাসি, কান্না সব মিলিয়ে অনেক ভালই যাচ্ছিল। তখন আমাদের আড্ডা বলতে ৭ নং রোডস্থ রাস্তাই ছিল আড্ডার শেষ ঠিকানা। সারাদিন ক্লাস, এসাইনমেন্ট, ল্যাব, কুইজ, মিড টার্ম, ফাইনাল এত সব কিছুর পরেও আড্ডা জমে উঠত। আমি যখন ৫ম সেমিস্টার এর ক্লাস শেষ করে শুনি আমাদের ফাইনাল এক্সাম হবে সিটি ক্যাম্পাসে। আমরা ফাইনাল দিচ্ছি আমদের সিটি ক্যাম্পাসএ। খেয়াল করছি যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট (ওরা আমাদের ২-১ সেমিস্টার আগেই চলে এসেছিল) এর হাজারো স্টুডেন্টস এর মাজে আড্ডা নামক জিনিসটা ম্লান হয়ে যেতে থাকে, কিন্তু না...!! আমাদেরকে হতাশ হতে দিল না, মাঝারি আকারের একটা ঝিকরগাছ। কত বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা কেটেছে এর কোন হিসাব

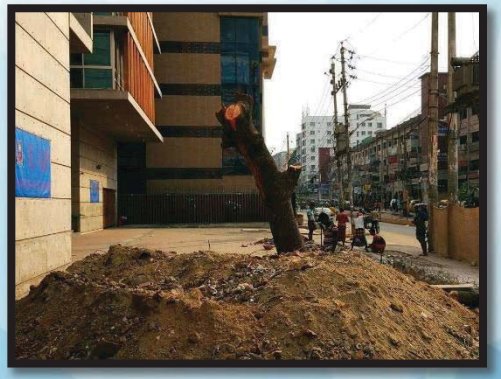

নেই।আমদের আড্ডাকে আগলে রেখেছে, কিন্তু বেশি দিন আর পারেনি। আমরা ভালবেসে নাম দিয়েছি ঝিকর তলা। ৬ষ্ঠ সেমিস্টার এর এক্সাম শুরু হল বেশ কয়েকদিন হল, একদিন এক্সাম শেষ করে ক্লান্ত শরিরে নিচে যাচ্ছি প্ল্যান আড্ডা, নিচে এসে দেখি এ কি আমাদের সবার প্রিয় ঝিকর গাছটার হাত-পা (শাখা-প্রশাখা) কেটে ফেলা হয়েছে, নিথর দেহ নিয়ে দাড়িয়ে আছে, বিকালের রোদএ এই নিথর দেহ দেখতে হবে ভাবি নাই কখনো।নিজেকে তখন বড়ই আসহায় মনে হল,বুকের ভিতরে কেমন জন হাহাকার করে উঠল, গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে নতুন কোন সজ্জীকরণ কাজে, আচ্ছা..!! এই একটা গাছ ছ কোনভাবে না কেটে কি রাখা যেত না...??? গাছটাকে মাথায় রেখে ডিজাইন করলে কি খুব সমস্যা হত...???এই যান্ত্রিক শহরে সবুজের বেড়ে উঠা খুবই দরকার, তা না হলে মানুষ থাকবে না থাকবে শুধু যন্ত্র আর যান্ত্রিক মানুষ। নতুনরা এসে ঝিকরগাছ আর ঝিকর তলার গল্প শুনবে, ঝিকরগাছটা দেখারমত সৌভাগ্য হল না...!! প্রায় ১ বছর হল ঝিকরগাছটা নেই। সবাই হয়ত ভুলে যাবে ঝিকর গাছ আর ঝিকরতলার গল্প কিন্তু যত দিন বেচেঁ আছি ঝিকর গাছটার কথা মনে থাকবে। কত মেমরি ঝিকর গাছটা নিয়ে। রাগ করিস না, কিছুই করতে পারলাম না।

জোড়াডানা

কুমকুমইয়া হাবিবা (১৪১০৫০৯১)
চতুর্থ বর্ষ

ঈদের ছুটিগুলো ছাড়া বন্ধ পাওয়াই মুশকিল, তবুও ভালো লাগা গুলো সব তখনই যখন ভার্সিটি খোলা থাকে। সকাল ৮ টা থেকে যেদিন ক্লাস শুরু হয় সেদিনের মত প্যারা আর কোনদিন হয়না, ৫ টা পর্যন্ত ক্লাস থাকলেও না। তবে ৮ টা থেকে ক্লাস শুরু হলে রবি আর বৃহস্পতিবার কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। হয়তো মনে হবে সাপ্তাহিক ছুটি পাবো বা ছুটি শেষ তাই, কিন্তু আমার জন্য একটূ ভিন্ন কারণ ঐদিনগুলোতে দুপুর দুইটার দিকে আমার হাতে আরো অনেক জোড়া হাত হয়ে যায়। মনে হয় যেন নিচের দিকে নুইয়ে যাচ্ছি আমি। জোড়ায় জোড়ায় হাত আমার কনুইয়ের উপর পর্যন্ত, রীতিমত টানাটানি লেগে যায়। ঠিক অন্যরকম অনুভূতি, অন্য এক আনন্দ। মুহূর্তটা ৫ মিনিট সপ্তাহে দুদিন কিন্তু তিনটা বছরের সারাজীবনের জন্য।

নিজের অনুভূতি বলতে বলতে জোড়া হাতের কথা-ই না আবার ভূলে যাই। ছোট্ট ছোট্ট হাত, কোমল শিশুদের আদর মাখানো হাত। হ্যাঁ, আমরা সিভিল ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছাত্রী হওয়ায় আমাদের সেই সুযোগ আছে যার মাধ্যমে আমরা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা,সাহস,চেষ্টা এবং প্রয়াশ রাখি। স্বল্পমেয়াদী শিশুশিক্ষা কার্যক্রম আমাদের অহংকার,আমাদের আবেগ,আমাদের ভালোবাসা,আমাদের স্নেহ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম আর আমার ভালোলাগা। কার্যক্রমটির উদ্দোক্তা আমাদের সম্মানিত শিক্ষক ড.এম আর কবীর স্যার। স্যারের উৎসাহ আর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে স্বল্পমেয়াদী শিশুশিক্ষা যা গড়ে তুলে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতির পাহাড় স্মৃতি থেকে মনে পড়ে গেল ক্লাসের কথা। আমরা যারা শিক্ষার্থী, শিশুদের ক্লাসে অংশগ্রহণ করি তাদের কাছে জমা হয় অনেক স্মৃতি। প্রতি ৬ মাস পরপর দশ/বারো জন নতুন মুখ নতুন হাসি নিয়ে আসে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্টে। প্রত্যেক শিশুর মাঝে রয়েছে কোন কিছু জানা ও শেখার আগ্রহ, আছে অনেক প্রতিভা যেগুলো আমাদের কার্যক্রমটির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে তারা। ওরা ২-৫ টা পর্যন্ত ক্লাস করতে করতে কখনো ক্লান্ত হয়না।যদিও বা সবটুকুই আমাদের পরিশ্রম আর ওদের চেষ্টা। মাঝে মাঝে ওরা ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু ওদের ঘুম ভাঙ্গানোর দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা সফল হই, জোর করে নয় বরং ওদের পছন্দগুলোকে প্রাধান্য দিয়েই ঘুমের রাজ্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।গান,নাচ,কবিতা আর বিশেষ করে ওদেরকে নিজের কথা বলতে দিলে ঘুম কোথায় চলে যায় কেউ জানেইনা।বিশেষ করে ভ্যানে আসতে আসতে কে কী করলো সব বলতে থাকে ওরা।বকা দেই আবার tevSv‡bv‡য় এটা করোনা এটা ভালোনা। মজার কথা হলো ওরা শোনে এবং বোঝার চেষ্টা করে। খুব অল্প সংখ্যক মিস থাকাতে ওদের আগ্রহটা আরো বেড়ে যায় যখন কোন নতুন মিস আসে ওদের ক্লাসে। মিস মিস করে করে পাগল করে দেয় আর থাকে সাথে প্রশ্নের বাহার

“মিস, আগের দিন কেন আসেননি? মিস সেদিন আরেকটা মিস এসেছিলো, মিস চকলেট দিয়েছে কবিতাও শিখিয়েছেচ আরো অনেককিছু বলে যা বললে শেষ হবেনা।

ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের পেন্সিল ধরা থেকে শুরু করে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখা শেখানো পর্যন্ত পাশে থাকাটা অন্য কিছুর থেকে অনেক বেশি। আজ বৃহস্পতিবার, ১ টা ৪৫ বাজে অপেক্ষায় আছি সেই শিশুদের জন্যই যাদের জন্য সিভিল পরিবারে গড়ে উঠেছে ভিন্ন এক স্বল্পমেয়াদী পরিবার।আবারো সেই জোড়া জোড়া হাতের টানে নিচের দিকে নুইয়ে পড়া অপেক্ষায়। হাসি,ঠাট্টা,আনন্দ ভাগাভাগির অপেক্ষায়।

আমি বিশ্বাস করি, কেউ একটি দিনের তিনটা ঘন্টা ওদেরকে দিলে ওদের আগ্রহ এবং ইচ্ছাটা অনেক বেড়ে যাবে এবং আশা করি আপনিও পারবেননা ওদের ছেড়ে আলাদা থাকতে যেমন আমরা পারিনি। হয়ত পরিস্থিতির জন্যই আলাদা হয়ে যাবো, যদিও তা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু স্মৃতি অমলিন মুহূর্তগুলো বন্দী হয়ে থাকবে মনের মণিকোঠায়।

রোবটের মাতৃত্ব

তাঞ্জির ইসলাম প্রান্ত (১৬১০১৫৭৫)
দ্বিতীয় বর্ষ

সকাল বেলা চোখ খুলেই তাশরিক দেখতে পায় রুবি তার পায়ের কাছে দাড়িয়ে।
রুবির মনটা খারাপ দেখাচ্ছে।
যদিও রুবির মন বলতে কিছু নেই, সবই যন্ত্র।
তবুও মেয়েটার মুখ আজ মলিন লাগছে খুব।
রুবি মুখ তুলে তাশরিক কে বলে,
- স্যার কিছু না মনে করলে, আমি কিছু বলতে চাই
- কি হয়েছে রুবি? প্রোগ্রামে কি কোন সমস্যা?
- না স্যার। তবে আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল
- হ্যা বলো।
- স্যার আমি কি দেখতে খুব সুন্দর?
তাশরিক একটু হাসে তারপর উত্তর দেয়
" হ্যা রুবি তুমি অনেক সুন্দর। আমার দেখা রোবটের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরি তুমি"
রুবি মাথা নিচু করে থাকে কিছুক্ষন, তার পর তাশরিক এর দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বলে ওঠে-
"স্যার আমি প্রেগন্যান্ট, আমার পেটে আপনার সন্তান"
.
তাশরিক এর মাথার মাঝে একটা ধাক্কা খায়। অবাক হয়ে তাকায় রুবির দিকে। আরে! এটা কিভাবে সম্ভব? একটা রোবট কিভাবে গর্ভবতী হতে পারে!!!!
রুবি তো দশম শ্রেণীর রোবট অর্থাৎ রুবির মিথ্যা বলা অসম্ভব।
তাহলে কি রুবি সত্যিই?!!!
কিন্তু কিভাবে!!!!

বছর দুয়েক আগের কথা, ফিরোজের সাথে ল্যাবে কাজ করছিল তাশরিক,
- কি ফিরোজ, দুইটা হাত বানাতে এতক্ষন লাগে? টানা ২ সপ্তাহে কি করলি তুই?
- তুই কি ভেবেছিস তাশরিক? এটা কোন মামুলি রোবটের হাত বানাচ্ছি? এটা তোর চেম্বারের জন্য আলাদা করে বানাতে হচ্ছে। তাছাড়া রোবট টার হাত গুলোও তো একদম আসলের মত করে বানাতে হবে নাকি? নার্স হবে এই রোবট।

- আচ্ছা ঠিকাছে, কাজ কর।

.

কিছুক্ষনের মাঝেই একটা কল আসে তাশরিকের কাছে। কল করেছে ইরা। মেডিকেল এ পড়ার সময় ইরার সাথে পরিচয় তাশরিকের।।

- আরে ইরা তুমি আজ?

- কি বিশ্বাস হচ্ছে না? কেমন আছো তুমি?

.

তাশরিকের বুকের মাঝে একটা মোচড় দিচ্ছে। সুখের মোচড়। মেয়েটাকে ভালবাসত তাশরিক, ইরা মেডিকেল শেষ করে চলে যায় কানাডা। আর ভালবাসার কথাটা বলা হয়নি। তাশরিক মেডিকেল শেষ করে রোবটিক্স এর উপর কয়েকটা কোর্স করে ফিরোজের সাহায্যে। তাশরিকের চেম্বার আছে, সাইকাটিস্ট তাশরিক। কিন্তু এই মূহুর্তে সব সুখ ইরার কল কে নিয়ে-

- বাব্বাহ ইরাবতী, আজ এতোদিন পর আমায় মনে পড়ল?

- হুম আমার তো তাও মনে পড়ল, তোমার তো তাও মনে পড়ে না।

- প্রতিদিনই পড়ে কিন্তু যোগাযোগ এর কোন মাধ্যম ই যে নেই।

- যাক গে, এই শোন আমি ৬ মাসের মধ্যে দেশে ফিরব। আসবা তো আমায় এয়ারপোর্ট থেকে নিতে?

- হ্যা আসব তো। নিশ্চয়।

.

ফোন রেখে দেয় ইরা। তাশরিক মনে মনে কল্পনার জাল বোনে ইরা কে নিয়ে।

.

তার কিছুদিন পর, "রুবি"

- তাশরিক তুই কি সিওর?

- কিসের কথা বলছিস ফিরোজ?

- ঠিক ই তো আছে। একটা নার্সের মাঝে অনুভূতি না থাকলে রোগীর মানসিক অবস্থা কিভাবে বুঝবে ও?

- ধুর, তুই সামলে রাখিস।

রুবি কে নিয়ে চেম্বারে ফিরে আসে তাশরিক। প্রথমবারের মত পাওয়ার অন করে রুবির তাশরিক।

মেয়েটা চোখ গুলো টিপটিপ করতে থাকে। তাশরিক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে রোবট মেয়েটার মুখের দিকে।

আসলেই ফিরোজের হাতে যাদু আছে, তা না হলে এত সুন্দর মুখ কোন মানুষ বানাতে পারে? মুখ টা ইলাস্টিক জাতীয় একধরনের প্লাস্টিক, তবুও দেখতে একদম সত্যিকারের মুখের মতই।

তাশরিক দ্বিতীয় বারের মত মুগ্ধ হয় রুবির গলার সেই স্বর শুনে। মিষ্টি একটা হাসি মাখানো কণ্ঠ--

-স্যার তাশরিক, আমি আপনার সেবায় নিয়োজিত। আপনার জন্য কি করতে পারি?

তাশরিক অবাক হয়। কারন এর আগে কেউ তাকে "স্যার" বলে ডাকে নি।

তাশরিক বলে --

- তুমি কে?

- স্যার আপনার পার্সোনাল এসিস্টেন্ট।আপনার অর্ডার এবং ভালো যেকোন অর্ডার মানা আমার কর্তব্য।

- তোমার নাম কি?

- স্যার আমি রুবি।

তাশরিক একটু নিশ্চিন্ত হয় এই ভেবে কারন এখন থেকে একজন বিশ্বস্ত সহকারী তার পাশে থাকবে।

তাশরিক রুবি কে হুকুম করে প্রথম রোগীকে ভিতরে ডাকতে। এবং তার সমস্যা গুলো কি কি সেগুলো তাশরিক কে বুঝিয়ে দিতে।

.

রুবি প্রথম রোগীকে ঘরে ঢোকায়। ফাইলটার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকে রুবি। তারপর বলতে শুরু করে

"স্যার এই রোগী টি একটি যুবতি। নাম এনি এবং মেয়েটার বয়স ১৪ বছর।

আমি তার টেস্ট রেজাল্ট গুলো দেখে এবং হিস্টোরি দেখে যেটা যেটা বুঝলাম স্কুলে পরপর তার কয়েকটা সায়েন্স প্রজেক্ট ফেইল হয়, অপমান এবং টেনশনে মেয়েটা গভীর ডিপ্রেশন এ আছে"

তার পর রুবি কিছু ওষধ সাজেস্ট করে। এবং ওগুলোর নাম শুনে তাশরিক সন্তোষ্ট হয়।

সেদিন চেম্বারে রোগী দেখার কাজ টা খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যায়।

চেম্বার টা গুছিয়ে রুবি কে সামনে বসতে বলে তাশরিক--

.

-স্যার আমার সারা শরীরে সেন্সর দেওয়া রয়েছে যার ফলে আমি ঠান্ডা,গরম,পানি,তাপ,বাতাসের তীব্রতা সব অনুধাবন করতে পারি। এবং আমি ব্যাথা অনুভব করতে পারি আমার ত্বকের নিচে

.

-আচ্ছ বুঝলাম, কিন্তু সুখ বা ভালবাসা এগুলো কিভাবে বুঝবে তুমি?

-স্যার এগুলা আমার ইমোশন লেভেলে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। রক্ত দেখলে আমি ভয় পেলেও গোলাপের লাল টা আমি ইনজয় করতে পারব।

-তুমি নিশ্চয় কাউকে ভালবাসতে পারবে না? কারন তোমার মাঝে জৈবিক চাহিদা পূরণ করার তো কোন সিস্টেম নেই.....

.

কথাটা শেষ করার আগেই ফিরোজের একটা কল আসে তাশরিক এর কাছে

-হ্যা ফিরোজ বল

-আমাদের একটু বেশিই ইমোশন দেওয়া হয়ে গেছে রুবির মাঝে। সামলাতে পারবি তো?

-আরে ও একদম ঠিক আছে। আমি তো রুবির সাথেই কথা বলছিলাম।

-তবুও মনে রাখিস, ও একটা দশম শ্রেনীর রোবট। ও মানুষের যেকোন অর্ডার পূরণ করতে রাজী। সো এমন কিছু বলিস না যাতে ও সেটা করে।

.

ফিরোজ আর তাশরিক ফোনে কথা বলছিল, ওদিকে রুবি তাশরিকের শেষ প্রশ্ন টার উত্তর করছিল বিড়বিড় করে,

"স্যার আমি ভালবাসতেও জানি। শুধু চাই অর্ডার"

এভাবে চলতে থাকে ৬ টা মাস। হঠাৎ এক সন্ধাতে ইরার ফোন আসে তাশরিকের ফোনে।

-তাশরিক তুমি কোথায়?

-এইতো ইরা আমি তো চেম্বারে রোগী দেখছি।

-আরে ছেলে, আমি তো চলে এসেছি। এয়ারপোর্ট এখন

-কিহ! মজা করছ নাতো?

-আরেহ না সত্যি আমি চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি এসো।

-আমি ১০ মিনিটের মাঝেই আসছি।

.

ফোন রাখে তাশরিক। খুশিতে উড়তে ইচ্ছে করছে তাশরিকের। খুশিতে রুবিকে জড়িয়ে ধরে তাশরিক। রুবির দুই গালে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে।

রুবিকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে তাশরিক এয়ারপোর্ট এর উদ্দেশ্যে। রাস্তা থেকে একতোড়া লাল গোলাপ কেনে তাশরিক ইরার জন্য।

এয়ারপোর্টে পৌছায় রুবি আর তাশরিক।।

-রুবি

-জ্বী স্যার

-তুমি এখানেই দাড়াও। ইরা তোমায় দেখে অন্য কিছু ভাবলে?

-আচ্ছা স্যার আমি অপেক্ষা করছি।

.

বোঝা যাচ্ছে রুবির মন খারাপ। তবে তা লক্ষ্য করার সময় তাশরিকের নেই। ফুল গুলো পিছনে লুকিয়ে ইরার সামনে গিয়ে দাড়ায় তাশরিক

-ইরা আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না

-হাহাহা কেমন সারপ্রাইজ দিলাম?

-জিজ্ঞেস করছ? আমার হৃদপিন্ড মনে হচ্ছে বেড়িয়ে পড়বে এখন।

-আরে দাড়াও দাড়াও সারপ্রাইজ তো এখনও বাকি আছে।

-আরো? আর কি সারপ্রাইজ?

.

তাশরিকের কথা শেষ হতে না হতেই একটা বিদেশী ছেলে ইরা কে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে। ইরাও হালকা একটু হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলতে থাকে,

-তাশরিক লেট মি ইন্ট্রডিউস, দিস ইজ জ্যাক মাই দিস ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাশরিক।

.

তাশরিক হা করে তাকিয়ে আছে ইরার দিকে। ইরা আবার মুখ খোলে

.

তাশরিকের মাথা টা ঝিমঝিম করছে। নিজের পিছনে গোলাপ গুলা ওভাবেই ধরে রেখেছে তাশরিক।

চোখের সামনে থেকে ইরা আর জ্যাক চলে গেল।

এয়ারপোর্টে নিথর হয়ে দাড়িয়ে থাকে তাশরিক। সমস্ত ঘটনার কোন কিছুই চোখের আড়ালে যায় নি রুবির।

রুবি তাশরিকের পাশে এসে দাড়ায়। রুবি কে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেদে ফেলে তাশরিক। তাশরিকের হাত থেকে পড়ে যায় ফুলগুলো। রুবি সেগুলো সযত্নে তুলে কাছে রাখে।

.

রুবি আর তাশরিক গাড়িতে বসে। মায়ের বাসায় যাচ্ছে তাশরিক, অনেক দিন মা কে দেখা হয়নি।

তাশরিক বলছে

-রুবি

-জ্বি স্যার।

-ভালবাসা ঠিক নয় বুঝেছ?

-কেন স্যার? আপনি তো ইরা কে ভালবেসেছেন।

-ভুল করেছি রুবি। বুঝতে পারি নি। ইরার থেকে তোমার মত রোবটকে ভালবাসাও ঠিক ছিল।

.

রুবি বুঝতে পারল এই লাইন টা শোনার পর তার প্রোগাম তাকে অন্য কিছু কমান্ড করছে। রুবি তাশরিক কে বলে-

-স্যার, আমায় ভালবাসবেন?

-তোমায় তো ভালবাসিই রুবি।

-না স্যার, ইরা কে আপনি যেভাবে ভালবাসতেন সেভাবে আমায় বাসবেন।

.

তাশরিক এবার যথেষ্ট অবাক হয়, ফিরোজের কথা গুলো মনে পড়ে তাশরিকের।

নাহ, রুবি কে এসব বলা ঠিক হয় নি। যেভাবেই হোক বোঝাতে হবে।

.

-শোন রুবি, ইরা কে যেভাবে ভালবাসতাম সেভাবে তোমায় বাসা যাবে না কারন তুমি রোবট, ও মানুষ।

-স্যার সমস্যা কোথায়? আমিও তো ইরার মতই একটা মেয়ে

-তা ঠিক আছে কিন্তু তুমি তো রোবট। আমি ইরা কে ভালবাসতাম বিয়ে করে সংসার করার জন্য।

-স্যার আমাকে বিয়ে করুন, আপনি আর ফিরোজ স্যার ছাড়া কেউ তো জানেনা আমি রোবট।

-ধুর কিভাবে কিভাবে তোমায় বোঝাই? ইরা একটা মেয়ে যার জীবনে মাতৃত্ব আসবে। একদিন ও মা হবে। নিজে সন্তান জন্ম দিবে। আর তুমি একটা রোবট যে কখনও মা হবে না। রোবটের কোন মাতৃত্ব থাকে না। বুঝেছ?

রুবি আস্তে করে মাথা নাড়ে, আর বলে

.

রুবি আর তাশরিক ঘরে যায়। মা তো অনেক খুশি।

সন্ধা তে তাশরিক, মা আর রুবি অনেকক্ষন গল্প করে

মা বলে

"বাহ মেয়েটাতো অনেক সুন্দর। কি নাম তোমার মা? "

রুবি উত্তর দেয়।

মাকে তাশরিক বলে "মা ইনি আমার এসিসটেন্ট"

মা হাসে আর বলে "আমি কি বুঝিনা? এতো আমার ছেলের বউ হবে তাইনা? হা হা আমায় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নাতি দিতে হবে"

.

রুবি ওখান থেকে উঠে চলে যায়। একটা মানুষ তাকে অর্ডার করেছে তাকে নাতি দেওয়ার জন্য কিন্তু সে ওদিক থেকে অক্ষম। তাশরিকও মাকে বলে না রুবি রোবট। খামোখা মা কে বলে কি লাভ।

.

তার কিছুদিন পর আজ সকাল। রুবি বলছে

"স্যার আমি প্রেগন্যান্ট, আমার পেটে আপনার বাচ্চা"

.

তাশরিক প্রচন্ড অবাক। কিছুক্ষনের মাঝেই রুবির পাওয়ার অফ হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। তাশরিক রুবি কে নিয়ে ফিরোজের কাছে নিয়ে যায়।

ফিরোজ বলে

"রুবির প্রোগাম নষ্ট হয়ে গেছে। রুবিকে আর ঠিক করা সম্ভব নয়।"

.

ইরা চলে যাওয়ার পর তাশরিক যতটা কষ্ট পেয়েছিল তার হাজারগুন বেশি কষ্ট পাচ্ছে তাশরিক।

শেষ পর্যন্ত রুবির মেমরি থেকে জানতে পারে,
এয়ারপোর্টে সেই কথা টার পরেই তাশরিক কে ভালবাসত রুবি,
তাশরিকের মা এবং তাশরিকের শর্ত ছিল সন্তান জন্ম দেওয়া নিয়ে।
সেই শর্ত কে চ্যালেঞ্জ আর অর্ডার হিসেবে নেয় রুবি।
নিজে তার শরীরে মেয়েদের মত "ওভারি" সৃষ্টি করে।
মিনি রোবট যা আপডেট করা সম্ভব তা পেটের মাঝে রেখে নিজের পাওয়ার সেলের সাথে লাগানোর পরেই প্রোগাম ফেল করে রুবির।

.
রুবির মেমরি তে শেষ একটা মেসেজ পায় তাশরিক
"ইরা কে ভালবাসতেন আপনি সে মা হবে তাই। স্যার আমিও মা হব।
তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এনে দেব রোবটের মাঝে মাতৃত্ব"
তাশরিক রুবির নিথর হাত টা শক্ত করে ধরে নিজের বুকের সাথে
কান্না মুছে বলতে থাকে,
"তুমি যা পারোনি, যার জন্য জীবন দিলে তুমি। প্রতিজ্ঞা করছি,
রোবটে মাতৃত্ব আনব আমি।"

দেখা হবে পরিচিত ক্যাম্পাসে,ধূসর কোন বৃষ্টির বিকালে

গাজী রায়হান (১৩২০৫০০৮)
চতুর্থ বর্ষ

ডায়েরিটা খুলে দেখলাম প্রথম বর্ষে প্রথম ক্লাসটা নিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় ডঃ মিজানুর রহমান স্যার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস এতো বেশি আবেগ আর উচ্ছ্বলতা ছিল ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিনে সবাই বিভাগের করিডোরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বোকার মতো। কেউ কাউকে জানে না, চিনে না। সম্বোধনটা প্রথমে আপনি, তারপর তুমি, অতঃপর তুমি থেকে তুই। এরপর এক সঙ্গে সবাই মিলে ঘুরে বেড়ানো। ক্যাম্পাসের সামনে আড্ডা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই লেকে বসা, অথবা দলবেঁধে পুরান ঢাকায় ঘুরতে যাওয়া, হুট করে শাহবাগ যাওয়া , কারও রেজাল্ট ভালো হলে বন্ধুরা মিলে তার কাছ থেকে ট্রিট নেয়া, ক্লাস শেষে আড্ডা দেয়া, অন্যের লেখা অ্যাসাইনমেন্ট কপি করা। পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় সিট বা নোটের খোঁজে বের হওয়া, রাত জেগে পড়াশোনা করা বা পরীক্ষার রাতেই সারারাত তাস খেলা। একই কলম নিয়ে টানাটানি বা ঝগড়া করা। বন্ধুরা নিজেদের দেয়া নামে ডাকা। সবই এই সময় এসে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। বন্ধুদের দেয়া ডাকনাম আর ভুল করেও কেউ ডাকবে না। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার নেয়া কলম আর কখনও ফেরত দেয়া হবে না। ক্লাস টেস্টে বন্ধুর পাশে বসে "দোস্ত কিছু পারি নাচ , মিডটার্ম অথবা সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা, পরীক্ষা থাকলে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাওয়া, পরীক্ষা শেষে সবার মনেই আফসোস থাকত, ঈশ এটাতো পারতাম। পরের টার্মে ফাটায়া দিব। ৫০ জনের একসঙ্গে বসে ক্লাস করা, চেয়ার টেনে নিয়ে সবাই এক সঙ্গে গল্প করা আড্ডায় মাতিয়ে তোলা আর হবে না।

আজ ভার্সিটি জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থান করছি। ভাবতেই অবাক লাগে সময় এত দ্রুত চলে গেল। এ যেন ৪ টা বছর ৪ টা দিনের মত। অনন্ত স্মৃতির মাঝে উজ্জল হয়ে থাকবে প্রথম যৌবনের কয়েকটি বছর, শত পাওয়ার আনন্দ, কিছু কিছু না পাওয়ার বেদনা, প্রথম ক্লাস, ওরিয়েন্টেশান, রাত জেগে আড্ডা, জুবায়ের ভাইয়ের চা, সিনিয়র-জুনিয়রের সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধবের কলরব, হাসি,রাগ,অভিমান....

খুব বেশি মিস করব প্রিয় ক্যাম্পাস, প্রিয় শিক্ষক, আদরের অনুজদের-বড় ভাইদের আর প্রিয় বন্ধুদের।

বিদায়ের করুণ বাঁশি বাজতে শুরু করেছে। কান পাতলেই অনুভব করি বাতাসে তার স্পন্দন। জীবনের বাস্তবতায় কে কোথায় যাবে তা আমরা কেউ জানিনা। তবে, যে যেখানেই থাকো না কেন ভাল থেকো, অন্তত ভাল থাকার চেষ্টা করো। আর আমি....??? আমার আছে জানালার ওপাড়েই বিশাল আকাশ, বর্ষাস্নাক্ত কদম ফুল, রক্তরাঁঙা কবিতা, অথবা কারো হারানো নূপুরের টুংটাং শব্দ।

জানি দেখা হবে কারনে বা অকারণে শহরতলীর অচেনা কোন গলি পথে। ভিড় বাসে অথবা মুখরিত কোন উৎসবে,

হয়তো দেখা হবে পরিচিত ক্যাম্পাসে, ধূসর কোন বৃষ্টির বিকালে।

পাপ

রাকিব হাসান (১৬২০৫০৪৬)
প্রথম বর্ষ

১

দাঁত দিয়ে নখ কাটা যদিও খুবই খারাপ একটা অভ্যাস তবুও শাহীনের এই কাজটা খুবই প্রিয়। তার হাতের নখ বড় না থাকলেও সে খুব যত্ন করে এই কাজটা করে। এখনো সে এই কাজটাই করছে। খুব মনোযোগ দিয়েই করছে। তার হাবভাব দেখে মনে হবে এই মুহূর্তে দাঁত দিয়ে নখ কাটার চেয়ে জরুরি কাজ পৃথিবীতে আর একটাও নেই। অথচ একটু পরেই শাহীনের ফাঁসি। গলায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। পাক্কা ১৭ মিনিট। এর ভিতরেই সব শেষ।

জজ সাহেব যখন রায় পড়ে শোনালেন তখন হঠাৎ মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটু আগেও অনেক চিন্তা ছিল। কি হবে কি হবে ভাব। ফাঁসি?? নাকি যাবতজীবন জেল?? খালাশ পাবার কোন আশা শাহীনের ছিল না। সে নিজেই দোষ স্বীকার করেছে। নিজ স্ত্রী-কে গলা টিপে হত্যা। সাবিহা ২ মাসের প্রেগনেন্ট ছিল। তাই বোধয় সাজা একটু বেশিই হয়েছে।

নখ কাটা মোটামুটি শেষ। শাহীন উঠে দাড়াল। সময় জানা প্রয়োজন। সে এখন যে সেলে আছে সেখানে কোন ঘড়ি নেই। ফ্যানই নেই, আর তো ঘড়ি। ঘড়ি থাকাটা বোধহয় বিলাসিতা। ছোট একটা সেল। ফাঁসির আসামিদের রাখা হয় এখানে। লম্বায় ১০ ফিট হবে। উপরেও তাই, ১০ ফিট। ভ্যাপসা গরম। ছাদের কাছাকাছি একটা ভেনটিলেটর। সেটা দিয়ে যা বাতাস আসে সেটা দিয়েই কাজ চালাতে হয়। কয়টা বাজে সেটা কি ভাবে জানা যায় সেটাই ভাবছে শাহীন। কারও কাছে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। পুলিশগুলো এমন ভাবে তাকায় যে মনে হয় শাহীন আজব কোন প্রাণী। বন থেকে ভুল করে জেলে চলে এসেছে। এখন চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে। জঙ্গলে পাঠানোর সম্ভাবনা খুব কম। দেশে জঙ্গল নাই বলেই চলে।

সময় জানাটা খুব একটা জরুরি কিছু না। হাতে খুব একটা সময় বাকি নেই বলেই শাহীনের ধারনা। রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আজ আয়োজনটা ভালই ছিল। শাহীন যা যা বলেছে তার সবই তাকে দেওয়া হয়েছে। সাজনা দিয়ে ডাল, পুঁটি মাছ ভাজি। আর গরুর মাংস। পেট ভরেই খেয়েছে শাহীন। শেষ খাওয়া বলে কথা। খাবারের কথা মনে পরাতে শাহীনের আবার খেতে ইচ্ছা করছে। লাউ দিয়ে গরম ভাত।

লাউয়ের সাথে ছোট চিংড়ি। চিংড়িটা আগে হালকা করে ভেজে নিতে হবে। চাচির হাতের এই জিনিস খুব ভাল হত। স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। এখন আর খেতে দেবে বলে মনে হয় না। এক প্যাকেট বেন দিয়ে গিয়েছে। এটাই বোধয় শেষ সম্বল।

খাওয়া শেষে এক ডাক্তার এসেছে। শাহীনের লাল চোখ দেখে বেশ ভয় পেয়েছে মনে হয়। বাচ্চা ছেলে। নতুন চাকরি পেয়েছে বোধয়। প্রেশার মাপার সময় হাত কাঁপছিল ডাক্তারের।

এখন বাকি আছে শুধু হুজুর আসার। তউবা পড়াবে। এখনও আসে নি হুজুর। তার মানে হাতে আরো কিছুটা সময় আছে। ছোট যে বিছানাটা আছে শাহীন সেখানে গিয়ে একটু কাত হল। ঘুমানোর কোন পরিকল্পনা আপাতত শাহীনের নেই।

২

যা ভেবেছিল শাহীন ঠিক তাই হল না। ৯৯% ঠিক ভাবে হল। হাতে শুধু একটু আঁচড় লেগেছে। সাবিহার নখ বড় বড় ছিল। তারই একটা হাতে বিঁধে গেছে। রক্ত পরছে সামান্য। ডেটল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই হবে। ইচ্ছা হচ্ছে না। দিন দিন ইচ্ছাগুলো মরে যাচ্ছে।

শাহীনের ইচ্ছা ছিল বিনা রক্তপাতে কাজটা করবে। সামান্যর জন্য তা হল না। এতে অবশ্য তার কোন দোষ আছে বলে তার মনে হয় না। কারও নখ বড় থাকলে সে কি করতে পারে? মেয়েরা নখ বড় রাখে কেন সেটাও একটা রহস্য।

শাহীন একটা সিগারেট হাতে করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। রাত ২ টার মত বাজে। এমনিতে তার বাসায় সিগারেট খাওয়া নিষেধ। আজ অবশ্য তার দিকে রাগি চোখ করে তাকানোর মত কেউ নেই। মেয়েটা রাগি চোখে শুধু তাকিয়েই থাকত, কিছু বলত না।

বারান্দাটা উত্তরমুখী। হালকা একটু বাতাস আসছে। শাহীনের গায়ে একটা সেন্ডো গেঞ্জী। একটু শীত শীত করছে। এটা কি মাস? ইংরেজি না, বাংলা কি মাস? বাঙ্গালী হয়েও বাংলা মাসের নাম না জানা থাকায় শাহীন একটু হতাশও হল। যাই হোক, এখন এক কাপ গরম গরম চা খেতে পারলে ভালো হত।

এক কাপ চা দিও তো বেশ জোরেই বলল শাহীন। কথাটা সে সাবিহাকে উদ্দেশ্য করে বলল। আর সেটা বলেই সে বেশ চমকে উঠল। মাত্রই সে সাবিহাকে খুন করেছে।

শাহীন বেশ শক্ত একজন মানুষ। নিজের হাতে সে মাত্রই তার স্ত্রী-কে হত্যা করেছে। তবুও তার কেমন যেন একা একা লাগছে।

আসলেই শাহীন একা। তার বয়স যখন মাত্র দুই বছর তখন সে তার মা-কে হারিয়েছে। মায়ের কথা তার কিছুই মনে নেই। তার মা কি ভাবে মারা গেছে সে কথা সে তার বাবার কাছে অনেক জানতে চেয়েছে। কিন্তু তার বাবা কখনও তাকে সেই ব্যাপারে কিছু বলেনি। চাচা-খালার কাছে শুনেছে তার মা মারা গেছে গাড়ি এক্সিডেন্টে। এক্সিডেন্টে সেও মারা যেতে পারত। তার মার মৃত্যুর জন্য সব সময় তার বাবা তাকে দায়ী করেছে। বাবার আদর সে কখনও পায়নি। আর মায়ের ভালবাসার পাওয়ার আগেই তো সব শেষ। তবে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। শাহীনের বয়স যখন ১২ বছর তখন তার বাবাও মারা যান। কিছু বুঝে উঠার আগেই একা হয়ে গিয়েছিল সে।

শাহীনের বাবা মারা যাওয়ার পর তার দায়িত্ব নেয় তার বড় চাচা। বড় চাচা রহমত মিয়া খিটখিটে মেজাজের মানুষ। সারাদিন পর যখন তিনি বাসায় ফিরতেন তখন তার মেজাজ সব চেয়ে বেশি খারাপ থাকত। চাচির সাথে এটা সেটা নিয়ে সারাক্ষণ লেগেই থাকত। চাচা-চাচি একে অন্যকে অনেক ঘৃণা করত। তার ছোটবেলাটা কেটেছে ভালবাসা হীনতায়। আর এর পরের সময়টা কেটেছে ঘৃণায়। ভালবাসাটা তার জীবনে কখনই ছিল না।

শাহীন সব সময়ই অনুভব করত একটু ভালবাসার। ভালবাসার কাঙ্গাল সে। এক বুক ভালবাসা নিয়ে সে অপেক্ষা করত কারও জন্য।

সাবিহার সাথে তার বিয়ে হয়েছে ছয় মাস। এই মেয়েটাকে সে কখনও বুঝতে পারে নি। এক সাগর ভালবাসা নিয়ে সে বার বার এই মেয়েটার কাছে গেছে। মেয়েটা বার বারই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। খুব বেশি চাওয়া ছিল না তার। তার এক বিন্দু ভালবাসা হলেই হত। সাবিহার দীঘল কাল চুলে সে তার সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা তাকে বুঝল না। কিংবা সে মেয়েটাকে বুঝল না।

কিছু কাগজ শাহীনের সব কিছু শেষ করে দিল।

৩

"জনাব, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি??

হালকা স্বরে কেউ তাকে ডাকছে। অনেক দিন কেউ শাহীনকে এভাবে ডাকে না। চোখ সামান্য খুলল শাহীন। ইচ্ছা ছিল কষে একটা ধমক দিবে। কিন্তু সে দেখতে পেল দাড়িওয়ালা এক লোক। মাথায় লম্বা টুপি। এই রকম টুপি বোধয় কায়েদে আজম পড়তেন। বাংলাদেশে যে এই টুপি পরা যায় সেটা শাহীনের জানা ছিল না। সম্ভবত হুজুর। তওবা পড়াতে এসেছে। কি মনে করে যেন সে শেষ পর্যন্ত ধমকটা দিল না।

"কে?? বিরক্তি নিয়েই প্রশ্ন করল শাহীন।

"জনাব, আমি হুজুর।

"কি চাই??

"জনাব, আমি আপনাকে তওবা পড়াতে এসেছি

"তওবা পড়ানোর আগে একটা কথা বলেন, আপনি প্রত্যেক কথার শুরুতে জনাব জনাব করেন কেন??

মওলানা শাহীনের এই কথা শুনে বেশ ভড়কে গেল। মওলানাকে ভড়কে দিতে পেরে শাহীনের বেশ ভাল লাগছে। উঠে বসল শাহীন। মানসিকভাবেও কিছু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। একটু পর ফাঁসি।

"জনাব, তওবা পড়েন। বেশি সময় বাকি নেই

শাহীন বুঝল এই মওলানাকে বিরক্ত করে লাভ নেই। সে বিনা বাক্যে তওবা পড়ে নিল।

এরপরের ঘটনাগুলি খুব দ্রুতই ঘটে গেল। কিভাবে সে ফাঁসির মঞ্চে এসে দাড়ালো কিছুই মনে নেই। একজন জল্লাদ তার মুখ আগেই কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। চারদিকের পৃথিবীটা অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল তখনই। কিন্তু শাহীন সব কিছু অনুভব করতে পরেছিল। এইতো কার হাত থেকে যেন কলম পড়ে গেল, কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কি বলছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কে যেন পায়ের সাথে পা লেগে পড়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল।

ধীর পায়ে শাহীন মঞ্চে গিয়ে উঠল। জল্লাদ তার গলায় বোধয় দড়ি পরিয়ে দিল। শাহীন শুনেছিল একটা রুমাল হাত থেকে ফেলে দিলেই জল্লাদ ফাঁসি কার্যকর করবে। ঘটনা কতটুকু সত্য সেটা জানার বড় শখ ছিল। বোধয় জানা হবে না আর। একবার চোখটা খুলে দিলে ভাল হত। আর একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে চারপাশটা দেখতে। খুবই নিষ্পাপ ইচ্ছা। কিন্তু সেটা বোধয় আর হবে না।

হঠাৎ করেই যেন ব্যাপারটা ঘটে গেল। ঘড় ঘড় একটা শব্দ শুনলো শাহীন। পায়ের নিচ থেকে হঠাৎ করেই সরে গেল সব। মুহূর্তেই একগ্রাস যন্ত্রনা আচ্ছন্ন করে ফেললো শাহীনকে। মুহূর্তেই সেই যন্ত্রণা রক্তের সাথে মিশে গেল যেন। চলে গেল শিরায় উপশিরায়। মাথার ভেতর ভোতা যন্ত্রণা যেন ক্রমশ শিরায় উপশিরায় চলে গেল। এক ফোঁটা বাতাসের জন্য ফুসফুসটা আকুতি জানাতে থাকল। একটু বাতাস.....যন্ত্রণা।

৪

ছুটির দিন শাহীন সাধারনত বাসাতেই থাকে। তেমন কোন আত্নীয়-স্বজন না থাকায় কেউ খুব একটা বেড়াতেও আসে না। তাই কারো বাসাতে বেড়াতেও যেতে হয় না। এই সব দিক থেকে বেশ ঝামেলামুক্ত জীবনই বলা যেতে পারে। বাসায় থাকার আর একটা বিশেষ কারনও আছে। বাসায় থাকলে সাবিহার আশেপাশে থাকা যায়। মেয়েটার আশেপাশে থাকলে কেন যেন শাহীনের খুশি খুশি লাগে।

শাহীন নিজেকে বেশ ভাগ্যবানই মনে করে। তা না হলে সাবিহার মত সুন্দরী কোন মেয়েকে সে কখনও বিয়ে করতে পারত না। সে যদি ভাগ্যবান নাই হত তাহলে তার মত এতিম ছেলের সাথে কে মেয়ে বিয়ে দিত? তারপরও একটা ব্যাপার শাহীনের কাছে কেমন যেন লাগছে। সাবিহা শাহীনকে ঠিক পছন্দ করছে না। মুখ ফুটে কিছু বলছে না। কিন্তু কিছু কথা থাকে মুখে না বললেও বুঝা যায়। ভালবাসা যেমন মুখে না বললেও বুঝা যায়, ঘৃনাও তেমন মুখে না বললেও বুঝা যায়।

সেদিনের কথাই ধরা যাক। শাহীন মাত্রই অফিস থেকে ফিরেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখে সাবিহা বসে বসে টিভি দেখছে। শাহীন পাশে গিয়ে বসার সাথে সাথেই সাবিহা উঠে চলে গেল। শাহীনের বেশ মেজাজ খারাপ হল। বিরক্তিটা গোপন না করেই সে বলল-

"আমার পাশে কি একটু বসা যায় না??চ

"তোমার জন্য চা করে নিয়ে আসছিচ

শাহীন আর কথা বাড়াল না। সে জানে চা এনে দিয়েই সাবিহা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পরবে বা ব্যস্ততার ভান করে তার থেকে দূরে থাকবে। পুরুষ মানুষের ব্যস্ততা মানা যায়, ঘরে বসে থাকা নারীর ব্যস্ততা মানা যায় না।

তবুও শাহীন সব কিছু মেনে নিয়েছে। সে দেখতে চায় সাবিহা কতদিন এভাবে থাকতে পারে। একদিন না একদিন তো তার ভুল বুঝতে পারবে। একদিন না একদিন তাদের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা হবে। সেদিনটার জন্যই শাহীন অপেক্ষা করে থাকল।

শাহীন তখনও জানত না তার অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে অতি শীঘ্রই।

ঘটনার শুরুটা এই ভাবে- শাহীন অফিস থেকে বাসায় ফিরেছে। তার হাতে বেলি ফুলের একটা মালা। দাম নিয়েছে ষোল টাকা। এমনিতে দাম পনের টাকা। ভাংতি ছিল না বলে তাকে এক টাকা বেশি দিতে হয়েছে। এই নিয়ে মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করছিল। সে যদি ইচ্ছা করে কিনত তাহলে খুঁতখুঁত লাগত না। পিচ্চি ছেলেটা একরকম গছিয়ে দিয়েছে তাকে।

মালা হাতে শাহীন সোফায় বসে আছে। একটু আগে তার মনে হয়েছিল এক টাকা জলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে এক টাকা না। এক টাকার সাথে পুরো পনের টাকাও জলে গেছে। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। সাবিহা বাসায় নেই। তাকে না বলেই খালার বাসায় চলে গেছে। রাগ করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

রাগ কমানোর জন্য একটা গ্লাস ভাঙ্গা যেতে পারে। কিন্তু সেটাও আর একটা লস। একদিনে দুই জায়গায় লস করার কোন মানে হয় না বলে গ্লাস ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

টেবিলের উপর ভাত রাখা আছে। শাহীন ভাত খেল। তারপর সোফার উপর পা তুলে বসে টিভি দেখতে থাকল। সোফায় পা তুলে বসা যেতে পারে। টিভি দেখতে দেখতে শাহীন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফোনের শব্দে তার ঘুম ভাঙল।
সাবিহা ফোন করেছে।
-হ্যালো
-আমি আজ রাতে বাসায় আসবো না।

-কেন?

-শুভর জন্মদিন।

-আমাকে তো বললে না?

-মনে ছিল না।

-কোন কিছুই তো তোমার মনে থাকে না আজকাল।

-রাখছি।

শাহীন কিছু বলার আগেই খুট করে শব্দ হল। সাবিহা ফোন রেখে দিয়েছে। শাহীন কি খাবে না খাবে সেগুলো কিছুই বললা না। একবার তো বলেও পারত "তুমি চলে আসো। রাতে এখানে খাবেচ কিছুই বলল না। টেবিলের উপর দুইটা গ্লাস ছিল। শাহীন দুইটাই ভাঙল। আজ দিনে অনেক লস হয়ে গেল।

শাহীন ঘড়ি দেখল। মাত্র সাতটা তেইশ বাজে। এখন তো সময় কাটানোই মুশকিল হয়ে গেল।

আফিসের কিছু ফাইল ছিল বাসায়। সেগুলো নিয়ে বসলে হয়। সময় একা একাই চলে যাবে। শাহীন ফাইলগুলো সাবিহাকে দিয়েছিল তুলে রাখতে। আলমারিতে রেখেছে বোধয়।

হ্যা, আলমারিতেই পাওয়া গেল। ফাইলগুলো নিয়ে বসে গেল শাহীন।

কাজ করতে করতে ঘড়ি দেখার কথা ভুলেই গিয়েছে শাহীন। কাজ শেষ করে যখন ঘড়ির দিকে তাকাতেই শাহীন দেখল ১১ টা বাজে। রাতে এখনও খাওয়া হয় নি। ভেবেছিল বাইরে থেকে খেয়ে আসবে। কিন্তু এত রাতে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে বলে মনে হয় না। ভাত সে রান্না করতে পারে। কিন্তু এখন কিছু করতে ইচ্ছা করছে না। আর একদিন না খেলে কিছু হবেও না। কত মানুষ না খেয়ে থাকে। শুয়ে এক ঘুম দিলেই সকাল হয়ে যাবে।

শুয়ে পড়ার আগে ফাইলগুলো তুলে রাখা দরকার। ফাইলগুলো রেখে শাহীন চলে আসছিল। হঠাৎ এক কোনায় তার চোখ আটকে গেল। কিছু কাগজ, ছবিও আছে মনে হল। শাহীন মনে করার চেষ্টা করল তার আফিসের কিছু কি না। উহু। অফিসের না। কি আছে জানার জন্য কাগজগুলো তুলে আনল।

শাহীনের ধারনা ঠিক। ৪ টা ছবি। সাবিহার ছবি। ১ম ছবিটা একটা ছেলের, একা ছবি। পেছনে লিখা ইকবাল। বাকি ৩ টা তে সাবিহার সাথে ইকবালের। শাহীন এই ছেলেকে আগে দেখেছে কি না মনে করার চেষ্টা করল। না, আগে দেখে নি।

আচ্ছা, কাগজগুলো কিসের? মেডিকেল রিপোর্ট মনে হচ্ছে। হ্যা, মেডিকেল রিপোর্টই। যতদূর মনে পড়ে শাহীন কোন রিপোর্ট না। তাহলে কার?? সাবিহার?? এই বাসায় মানুষ বলতে তো সে আর সাবিহা ছাড়া আর কেউ নাই। শাহীনের না হলে সাবিহারই হবে। কিন্তু কোন মেডিকেল চেকাপের কথা তো শাহীন জানে না। আচ্ছা দেখা যাক কিসের রিপোর্ট।

উমমম। প্রেগনেন্সি রিপোর্ট। কার?

নামের জায়গায় লেখা সাবিহা ইকবাল!!!!!!

চোখ

আশরাফুল কবির (১৭১০৫০৬০)
প্রথম বর্ষ

সুবহে সাদিকের শুরুতেই মাওলানা ইজাজতউদ্দিন মারা গেলেন। মরে যাবার কিছুক্ষন আগে হাত তুলে মোনাজাত ধরলেন,
আল্লাহপাক তুমি আমারে ক্ষমা দিও ! মনের অজান্তে নানা ভুলভ্রান্তি করেছি। মনের সুখে যৌবনে নানা পাপাচারে সঙ্গী হয়েছি ! কিছু মহাপাপে সামিল হইনাই কিন্তু সাক্ষী হয়েছি। সবই শয়তানের কেরামতি ! তুমি তো সবই জানো ! বিশেষ কিছু বলার নাই ! আমার স্ত্রী আর সন্তানদের যেন কোনো বালা মুসিবত স্পর্শ না করে !
দোয়া চলাকালীন সময়ে সাথে বসা স্ত্রী রাহেলা বেগমকে উচ্চস্বরে একপর্যায়ে ধমকও দিলেন !
-- দোয়া ধরেছি। তুমি সাথে দোয়া ধরবা না ? ইয়ার্কি ঠাট্টা করো ? দোয়া না ধইরা এক চামচ পানি খাওয়ানোর জন্যে উঠেপড়ে লাগছো আরে রিযিকে যদি আল্লাহপাক না লেখেন , গলা দিয়াই তো নামবে না পানি ! কান্ডজ্ঞানহীন মেয়েছেলে !
রাহেলা বেগম ততক্ষনাত হাত মেললেন।
মাওলানা ইজাজতউদ্দিনের জীবদ্দশায় ঝামেলার শেষ ছিল না। শেষদিকে ভায়েরা বাড়ির জমি দখল করে বাড়ি থেকে পর্যন্ত বের করেছে ! বড় ছেলে নিয়ামত একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল,
আব্বাজান , ঘটনা জানেন ?
--- কি বিষয় ? বিত্তান্ত বলো ?
ছোট চাচা ছোট পুকুরে মাছ ছাড়বেন এই বলে বাড়ি আসছিলেন ! এখন বাজারে গিয়া বলতেছেন ....
দাদাজান নাকি তারে সব লিখে গেছেন আপনি তারে বুঝায়া পত্র দিতেছেন না ! নানান নখড়া নাকি করতেছেন !
ইজাজতউদ্দিন শান্ত গলায় বললেন , অযথা তর্কবিশেষের দরকার নাই ! তোমার মুরে বলো কাপড় চোপড় গুছাইতে ! তুমিও গুছাও ! আমরাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো ! তোমার দাদাজান তারে বাড়ি লিখে গেছেন। বুঝলা ?
---এইটা কি বলেন ! যাবো কই ?
আপাতত তোমার মামার বাড়ি চলো ! দুই একদিন থাকি ! বাকিটা আল্লাহপাকের বিবেচনা !
----নিজের বাড়িঘর নিজেরাই ছেড়ে দিবো ?
যা বললাম তা করো ! এই কাজ তোমার ছোট চাচার না ! তোমার চাচীর কানভাঙ্গানী ! মনে রাখবা মেয়েছেলের উপর শয়তান সহজে সুবিধা করতে পারে !
পরেরদিন ভোরে ফজরের নামায পড়েই রওনা হলেন। সকাল সকাল রওনা না হলে জোহরের নামায কাজা আদায় করতে হবে ! ঈজাজত সাহেবের কাজা নামায আদায় পছন্দ না !
বাজার পর্যন্ত যেতেই ছোট চাচা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল , ভাইজান ? যান কই ? কিছুই বুঝলাম না !
---না বুঝার তো কিছু নাই সুরুজ ! বাড়ীঘর তোমার নামে যদি বাপজানে দিয়া থাকে তাহলে আমি কি করবো এইখানে ? তুমিই বলো ?

বিব্রত গলায় সুরুজ বলল, আমার নামে হোক আর আপনের নামেই হোক ! বাড়ি ছাড়ার দরকার কি ?

---তোমার বাড়িতে আমি থাকবো কেন ? দয়া দাক্ষিন্য আমার পছন্দ না ! তাই চলে যাইতেছি !

শুরুজ পায়ে ধরে বলল , এইটা কি বলেন ?

---শোনো সুরুজ বিষয় সম্পত্তির লোভ আমার নাই ! তোমার আছে ! তোমারই থাক ! এখন যাও পথ ছাড় !

শুরুজ পথ ছেড়ে দিল ! এই লোক কথা শোনার লোক না !

ইজাজতউদ্দিন পিছন ফিরে বললেন , শোনো যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। অকারন মিথ্যা বলবা না ! মিথ্যা বলা পাপ ! বাপজান তোমার নামে সব দিয়ে গেছে এইটা চূড়ান্ত মিথ্যা ! হাশরের ময়দানে এই বিচার পাবা ! বিচারের মালিক আল্লাহপাক ! বুঝলা ?

মাথা নিচু করে মাটির দিকে সুরুজ বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল !

কাজলায় রাহেলার নামে কিছু জমি কেনা আছে ! রাহেলার ভাই বিশেষ ভদ্রলোক ! শিক্ষাদিক্ষা মানুশরে ভদ্রলোক করে এইটার চূড়ান্ত নিদর্শন ! ভদ্রলোক অবিবাহিত ! বাড়িতে ঝুটঝামেলা নাই ! ইজাজতউদ্দিন যেতেই ভদ্রলোক হৈ চৈ শুরু করলেন ! কিছু না বইলা আসলেন ! একটা খবর দিবেন না ! শরবত খান ! ডাব খান ! ইত্যাদি !

ইজাজতউদ্দিন ভদ্রলোককে ডেকে পেছনের ঘরে নিয়ে গেলেন ! শান্ত গলায় বললেন , আমার হাতে খুব বেশি সময় নাই ! আমি ইশারা পাইছি ! আপনি অতিসত্তর আপনের বোন আর আমার দুইটা সন্তানের থাকার একটা ব্যবস্থা নেন !

ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন , কিসের ইশারা ?

----সেইটা সময় হইলে টের পাবেন ! আগে যা বলছি তা পারলে বলেন ! না পারলে অন্য ব্যবস্থা নিব !

তিনমাসের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল ! এলাকার মসজিদে ইমামতিও শুরু করলেন ! এ লাইনে এ গ্রামে তার মতন বিদ্ধান ব্যাক্তি নাই। সন্ধ্যার দিকে দু একজন তার কথা শুনতে আসেন ! ধর্মীয় নানা দিক শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন !

একদিন ইজাজত উদ্দিন বললেন ,

এইটা কি কেউ শুনছেন শ্রীলংকা নামের এক বৌদ্ধদের দেশে নবী আদম প্রথম নামছিলেন ?

একজন ভ্রু কুচকে বলল,বলেন কি ? বৌদ্ধদের দেশে ?

----আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য ! আল্লাহপাকের অভিপ্রায় বোঝা দুষ্কর ! চিন্তা করেন এত এত দেশ থাকতে এই আমাদের পাশের দুইটা দেশ পরে আদম নামছিলেন ! ভাবা যায় !

দু একজন ইজাজত সাহেবের সাথে কথা বলে বিশেষ আনন্দ পান ! প্রতি সন্ধ্যায় চলে আসেন !

ঈজাজত উদ্দিনের মনে একটাই আফসোস কাজ করে ! জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষ কত আগায়ে যাইতেছে ! কিন্তু দুইদিনের এই জিন্দেগির পরে যে অনন্ত জীবন তা নিয়া কারো মাথা ব্যথা নাই ! মাওলানা মুসুল্লিদের বিশেষ সম্মান নাই !

ছেলে ইংরেজী পরীক্ষা দিবে ! সে দোয়া খায়েরে তাদের ডাকা হয় !

কেউ নতুন দোকান দিসে !

ব্যবসা পাত্তি যেন ভালো হয় সে উদ্দেশ্যে মিলাদে তাদের ডাকা হয় !

সবই দুনিয়াবী লোভ লালসার ফসল !

কেউ মইরা গেলে দাফন কাফনে তাদের ডাকা হয় ! বিশেষ সম্মানে ডাকা হয় ! সারাদিন তালেবুল কোরআনদের খতম চলে !

এছাড়া কেউ মনে করে না !

বাড়িতে কান্নাকাটি করার মতন কেউ নাই ! রাহেলা বেগম দু একবার চেষ্টা করেও সাহস পান নাই ! ইজাজতউদ্দিন কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন , কেউ কান্নাকাটি করবা না !

লাশ নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতেই শুরু হলো তুফান। কবর অর্ধেক ডুবে গেল পানিতে ! কলাগাছ বিছিয়ে কিছুটা কাজে দিয়েছে ! লাশ নামাতেই আকাশ অন্ধকার করে বাজ পড়া শুরু হলো !

নেয়ামতের মামা বললেন,

নেক বান্দার দাফনকালে ঝড় তুফান ভালো লক্ষন ! কি বলো ?

নেয়ামত মিনমিন করে বলল ,আল্লাহপাক , মানুশটারে শান্তি দিও ! শান্তি দিও !

সময়ের আবর্তন

মোঃআফজাল হোসেন (১৫১০৫০০৬)
তৃতীয় বর্ষ

সময়ের আবর্তনে সবাই হারিয়ে যাবে,
তবুও,
সবার মনের মাঝে,কতো কতো স্মৃতি যেন,
আজীবনের মতো রয়ে যাবে
জানি সময়ের আবর্তনে সবাই হারিয়ে যাবে।
দিক বিদিকে ছড়িয়ে যাবে
যে যার মতো ব্যস্ত হবে
কতো কিছুই না করতে হবে,এই জীবন সাজাতে
তবুও,
কিছু কথা যেন রয়ে যাবে এই জীবন পাতাতে।
হঠাৎ করিয়া যদি কখনো হয় তোমাদের,
কারো সাথে কারো মুলাকাত!
ভালোভাবে কথা বলো,
পারলে একটু খবর নিয়ো
আছে কি সে সহি সালামাত।
আমরা সবাই চলার পথে,কতোনা করেছি ভুল
ক্ষমার দৃষ্টি দিবো আমরা সবাই সবার অনুকূল

বাংলার মাটি বাংলার জল

সৈমন্তি সারোয়ারী শরমিন (১৬১০৫০৬৬)
দ্বিতীয় বর্ষ

বাংলার মাটি বাংলার জল
আমি বড় ভালোবাসি,
বাংলার ক্ষেতে লাঙল চষে
গ্রাম বাংলার চাষী।

বাংলার ফল বাংলার ফুল
বাংলার গাছে গাছে,
তরুর শাঁখে পাখিরা গাছে
উঠোনে চড়ুই নাচে।

বাংলার নদী বাংলার মাঠ
বাংলার পথে ঘাটে,
বাংলার গান গেয়ে বাউল
মেঠোপথ ধরে হাঁটে।

সবুজ বাংলায় দিকে দিকে
সবুজের অভিযান,
বাংলা আমার এদেশ আমার
বাংলায় গাই গান

1ST CIVIL ENGINEERING CAREER FESTIVAL 2017

Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific organized its 1st Career Festival on August 5, 2017 for the final year students. The objective of organizing this festival was to provide a new platform where graduating students will be connected with the professionals, learn about their policies, expectations from different organizations on how much effort the students should put forth to obtain a job. On the event, 13 companies were invited and individual seminar was conducted by each company for the students. This initiative will help the students to focus on and build their career in the right direction.

Established professionals in Civil Engineering field were invited as special guests to provide motivational speech to the students. Chief Guest of the event was Prof. Dr. M. R. Kabir, Pro Vice-Chancellor, UAP.

Participant/Invited Organizations:

- Building Technology & Ideas Ltd
- The Structural Engineers Ltd
- Sheltech (Pvt.) Ltd
- LafargeHolcim
- BSRM (Bangladesh Steel Re-rolling Mills)
- Crown Cement
- Center for Natural Resource Studies
- Engineering and Research Associates Ltd
- BBS Group (Bangladesh Building Systems)
- SMEC Group
- Water Aid
- IWA (International Water Asssociation)
- CEGIS (Center for Environmental and Geographic Information Systems)

All participant students with the head of the Department Professor Dr. Muhammad Mizanur Rahaman.

Ms. Fahima Shahadat, Head of Infrastructure and Technical Services, Lafarge-Holcim Bangladesh Limited providing speech at Career Festival, 2017

SHELTECH (Pvt.) Ltd stall at Career Festival

Building Technology & Ideas ltd. stall at Career Festival

Students are visiting stalls at Career Festival

Fatema Binte Hossain 4th year 1st semester student is being awarded for career quiz competition at Career Festival

Shamsud Doha 4th year 2nd semester student is being awarded for career quiz competition at Career Festival

Student participation at Career Seminar and quiz competition

CIVIL ENGINEERING FESTIVAL, SPRING 2017

Civil Engineering Festival is a tradition of Civil Engineering Department. This festival is organized at the end of every semester. On this event, all male students of the Department wear "PANJABI" and female students wear "SHARI" to celebrate this festival upholding the Bengali tradition. The Department is always evidenced in a festive mood during this event. Numerous stalls are arranged for the students for "PITHA UTSHOB". On the other hand, all clubs of UAP CE Student Forum exhibit their activities of the entire semester. The projects and the posters of different clubs are evaluated on this day by faculty judge panels to acknowledge the best performers among the clubs. The best performers of the club events are awarded before the cultural show. A cultural show is organized by the students of the Department on the festival for the entertainment of students and teachers. Students rehearse for the program with the help of cultural club and their performance gives immense pleasure to the audience.

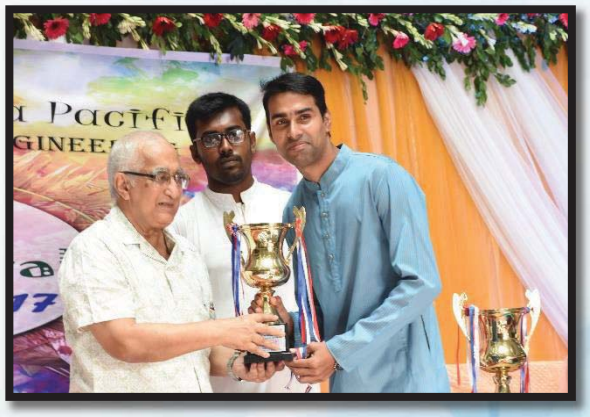

Trophy of football Championship being presented by the Vice Chancellor Prof. Dr. Jamilur Reza Choudhury

Poster presentation at CE Festival and Departmental Head advising on the posters

Opening Ceremony of CE Festival, Spring 2017
Geust Speaker Dr. M. A. Matin

Describing green building project to students

Football Champion team honorary medal being presented by Mr. Qayum Reza Chowdhury

Special honor to NSU 2nd Runner up Team from CESF

Cultural performance by CE Student at CE Festival, Spring 2017

Cultural performance by CE Student at CE Festival, Spring 2017

জীবন পরিদর্শন

মোঃ শাহরুখ খান রাজ (১৭১০৫০২৩)
প্রথম বর্ষ

সকালের ঐ লাল সূর্য দেখে প্রশ্ন জাগে মনে-
কেন যেতে হবে তাকে অস্তে ?
শৈশব, কৈশর, যৌবন, বার্ধক্য
কে লিখেছে আপন হস্তে ?

এত মধূর শৈশব আমার
সকাল বেলায় গেল হারিয়ে,
দুপুর হবার আগে-ই
কৈশর ডাকল হাত বাড়িয়ে,
কৈশরেতে এলো প্রথম ভালবাসা
চাইলাম পেতে সুখ,
ভালবাসার সেই মানুষ গুলো
ফিরিয়ে নিল মূখ।

দুপুর হলো যৌবন এলো
হারালাম প্রিয় সব সাথী,
বিয়ে করলাম , সংসার ধরলার
জ্বলল বংশের বাতি,
সময় গড়িয়ে বিকেল হলো
বার্ধক্য এসে জড়িয়ে ধরলো
জীবন তরী এই বার বুঝি
তীরে নোঙ্গর করলো.....

তুমি জানলে না

জাকিয়া **জান্নাত** (১৭১০৫০১৯)
প্রথম বর্ষ

তুমি জানলে না,
কোন আঁধার ছুঁয়েছে সমুদ্র !
কোন আলোয় মাথা রেখে,
দিব্যি ঘুমায় স্বপ্নের দল !
কোন চোরাবালি, অনুভূতিগুলো
টেনে নেয় গভীর অতলে।

নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে দেয়,
কোন সে তপ্ত বালি
শুকিয়ে যাওয়া ফুলের বুকে,
কেমন করে একবিন্দু কষ্ট লুকিয়ে থাকে !
কেমন করে উদ্ভ্রান্ত আবেগ,
বসন্ত কোকিলের টুঁটি চেপে ধরে !
মেঠোপথের অচেনা বনফুল,
কখন ধুলো ঝেড়ে চমকে তাকায় !
তুমি জানলে না
হৃদয়ের ডাক কান দিয়ে নয়,
হৃদয় দিয়েই শুনতে হয়।

কৌতুক

সঞ্জয় দাস (১৫২০৫০২২)
দ্বিতীয় বর্ষ

১)মতবিরোধ

একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গাড়িটা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল এবং আর কিছুতেই চালু হচ্ছিল না।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার: আমার ধারণা, গাড়ির কোনো পার্টস ভেঙে গেছে। আমাদের উচিত সেটা বদলে নেওয়া।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার: আমার ধারণা, গাড়ির

গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। আমাদের গ্যাস নেওয়া উচিত।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার: আমার ধারণা, গাড়ির কোনো পার্টস জ্বলে গেছে। আমাদের উচিত সেটা মেরামত করা।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার: হুম...আমার মনে হয়, আমাদের সবার উচিত গাড়ি থেকে বের হওয়া, তারপর আবার নতুন করে গাড়িতে উঠে বসা

২)সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

মেকানিক্যাল আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে পার্থক্য কী?

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারি অস্ত্র বানায় আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বানায় অস্ত্রের টার্গেট।

৩)ল্যাব রিপোর্ট কপি

প্রথম বন্ধু: তোর পিসিতে তো এত্তগুলা ফাইনাল'ফোল্ডার! মোস্ট ফাইনাল, চরম ফাইনাল, একদম ফাইনাল, সত্যি ফাইনাল-কোনটাতে দেখব?

দ্বিতীয় বন্ধু: কোনোটায় না! নিউ ফোল্ডার'

নামের ফোল্ডারটা দেখ, ওখানেই ফাইনাল রিপোর্টটা আছে।

৪)সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষক

চারজন সিভিল ইংঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এক জায়গায়

বেড়াতে গেলো এবং ফাইনাল টেস্ট এক্সাম মিস করলো।

তারা একটা গল্প ফাঁদলো। স্যারের

কাছে গিয়ে বললো, "স্যার! আমাদের একজনের

দিদা মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

পরে আসার সময় গাড়ীর চাকা পাংচার হয়ে যাওয়ায় আর পরীক্ষা দিতে পারি নাই।" এই বলে তারা আবার

পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করলো।

স্যার এই শর্তে রাজি হলেন

যে সবাইকে আলাদা রুমে পরীক্ষা দিতে হবে। যাইহোক, নির্ধারিত দিনে চারজনকে চার রুমে বসানো হলো এবং প্রশ্ন দেয়া হলো।পরীক্ষায় কেবল একটি প্রশ্নই ছিলো,"গাড়ীর কোন চাকাটি পাংচার হয়েছিলো?"

UAP CE STUDENT FORUM

Civil Engineering Students' Forum is the central point of most of the extra-curricular activities that are organized in the Department of Civil Engineering at UAP. The forum involves and works through eight different clubs that are fully operational and holds several events in the Department in every semester. The clubs are: Civil Engineering Structure Club, Environmental and Disaster Management Club, Art & Photography Club, Math Club, Geotechnical Engineering Club, Transportation Engineering Club, Film Club and Cultural Club.

Civil Enginering Structure Club

CE Structure Club is one of the most popular and long-running student's clubs of the Civil Engineering Department. This Club was established in Spring 2008 driven by the enthusiasm of the department students. Alumni of the Department, Md. Zafar Baig (15th Batch), Md. Rashedul Alam (16th Batch) inaugurated this club by exhibiting different Mega Structures Video

Motto:

- Disseminating knowledge on the variety of structures of the world
- Spreading the excitement about the elegance of well known structures and at the same time create the zeal of knowledge about the creativity and skill necessary for the design of the structures.

Activities:

Presentation Competition, Quiz Competition, Project Exhibitition, Seminar, Site visit.

Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury visiting project competition at Structural Engineering Club.

Professor Dr. Iftekhar Anam visiting project competition at Structural Engineering Club.

Students are showing their projects to Pro-vice Chancellor Professor Dr. M. R. Kabir

Students are presenting their structural presentation on presentation competition.

Environment and Disaster Management Club (EDMC)

Environment and Disaster Management Club started its journey from Fall 2012. This is a Unique Club in the University of Asia Pacific. It is one of the most active clubs in UAP.

Motto: To improve the environment by generating awareness in individuals.

Activities:

- EDMC is raising awareness by means of workshop, seminars and celebrating the important international dates, such as the World Environment Day, Observed on 5th June.
- Day-long trips and awareness programs on recent environmental issues
- Activities of this club would help disaster affected people and also share pre – conscious and post-conscious knowledge to protect or reduce the environmental damages.
- EDMC should bring all the environmental awareness issues in practice through daily activities to increase motivation among students
- Idea contest, poster competitions, project competitions are held every semester.

World Environment Day rally organized by EDMC Club

Social Awareness Raising program on Shithyalakkha River bank side to save and protect river from pollution

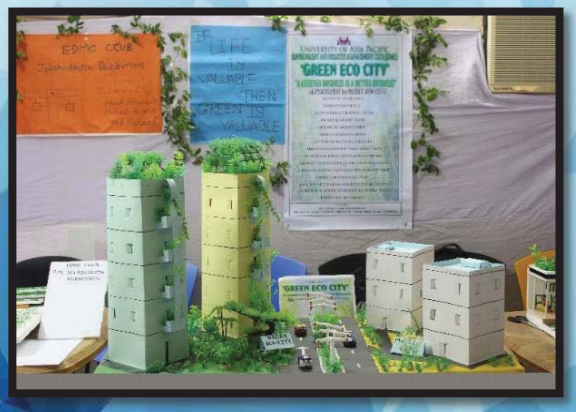

Green Building project display on EDMC project competition

Departmental Head and BAPA General Secretary Dr. M. A. Matin evaluating Environmental Project on CE Festival

Art & Photography Club

This Club was established in 2013 at UAP CE Department. This is the only club where students show their creativity and artistic sense through Art, Photography, Sculpture, Collections (Coin, Stamps), Events organizing thought etc. For the sake of entertainment of Civil Engineering students, this club organized many programs at the university campus. In the University of Asia Pacific, APC is the first Club who organized an Intra Departmental Art Competition. This club is well reputed not only at UAP but also among all Bangladeshi Private Universities.

Activities:

- Photo and Art Exhibitions.
- Mobiography Competitions.
- Art Competitions
- Photography Competitions
- Photography Workshop
- Art & Photography Workshop

Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury visiting Art & Photography Club Exhibition

Photo Walk by APC on Jahangirnagar University Campus

APC Exhibition with all Club Members and BoT Chairman, Mr. Qayum Reza Chowdhury

Exhibition of APC

MATH CLUB

In the semester of Spring 2009, CE MATH CLUB was brought into light in the hope of eliminating the fear of Math in students and make it more enjoyable for others. The club was initiated by Hasib Ahsan (20th Batch) and Nazmul Alam (21st Batch) who had utmost passion for Math. This club involves many student members of the Department who loves Mathematics as a subject.

Activities:

- Publication - iNFINITY
- Math Quiz Competitions
- Weekly quiz competitions
- Workshop (e.g. Rubik's Cube, Plotting Graph)
- Presentations Competition
- Math Related problem solving

Inauguration of Math Club banner at CE Festival, Spring 2017

Math Club workshop on Rubik's Cube

Math quize competition, Spring 2017

Students and Faculty participation on Rubik's Cube workshop

Cultural Club (চিহ্ন)

This Club started its journey in Fall 2012 with the help of Prof. Dr. M.R. Kabir. This club organized a number of programs in the Department. The participation of this club mainly revolves around CE Festival, RAG Day etc. occasions.

Activities:

- This club organizes at least two program every semester
- Cultural competition in different fields like Dance, Drama, Singing etc.
- Try to find hidden talent from thes students in the Deparatment
- Musical ADDA, Workshop on drama, scripting etc.

National Anthem performed by CE Cultural Club members and students at CE Festival Spring 2017

A tribute to our Language martyrs from Cultural Club

Fashion Show performed by CE Students at CE Festivals

Singing performance by CE Student at IEB Auditorium for farewell batch "প্রলয় ৩৩"

FILM CLUB

UAP CE Film Club started its journey in Spring 2014. At first, this club was monitored under the cultural club (চিহ্ন). But after the com motion of the first short film festival, this club became independent and was nurtured as a unique club.

Activities:

- Short Film Competiton
- Film Making Workshop
- Film Festival

Director, Artist, and members of Film Club attends in Film Adda

Club Advisor, President and all members after successful Film premier show

A Workshop on cinematography by Club Founder Arafat Hamim

Behind the scene of shooting

Transportation Engineering Club (TEC)

Transportation Engineering Club started its journey in Fall 2013 with the help of Prof. Dr. M.R. Kabir. This club was founded by Md. Masum Billah (10205060) and Abdullah Al Masum (10205050) in 27th Batch students of CE Department.

Club Activities:

- Presentation competition.
- Quiz Competition.
- Digital Apps Competition on transport.
- Project Competition.
- Garage Marking.

Club members are collecting data to help on thesis work.

Inauguration of Digital App developed by TEC Club.

Digital Quiz winner, Club members, Advisor with VC Sir.

Geotechnical Engineering Club (GEC)

Geotechnical Engineering Club is related with soil mechanics. This club was founded on 9th August 2016. It is a unique Club in the University of Asia Pacific which runs under CE Forum of the University of Asia Pacific. Basically, Geotechnical engineering deals with the study of the behavior of soils under the influence of loading forces and soil-water interactions. This knowledge is applied to the design of foundations, retaining walls, earth dams, clay liners, and geosynthetics for waste containment. The club founder of GEC is Md. Shaleh Ahmed & Md. Golam Rosul Shobuj, 31st Batch.

Activities:

- Quiz Competition
- Poster Competition
- Project Competition
- Seminar

GEC Quiz competition and student participation

Student Advisor, President and Club members of GEC

Quiz competition winner and Club Advisor of GEC

Achievements of UAP CE Students

Md. Sohrab Hossain and Koushik Boshak (together), Safayet Hossain and Jobaer Ahmed (together) an Md. Sazzad Hossain achieved 1st, 2nd and 5th positions respectively in the National River Olympiad (2017) organized by Independent University of Bangladesh.

Md. Ashikur Rahman, student of 35th batch achieved 3rd position in the Hydraulic Olympiad (2017) organized by the Department of Water Resources Engineering, BUET.

Md. Safayet Hossain, Mohammad Sazzad Hossain and **S. M. Mahmudur Rahman Akash**, students of 33rd batch achieved 3rd position in the Trust Bridge Making Competition (2017) organized by North South University

Masud Rana, Kazi Salehin Hasan and **Md. Iftekhar Ul Islam**, students of 32nd batch achieved second runner up position in the project showcase competition (2016) (Tower Bridge of Bangladesh) organized by Military Institute of Science and Technology

UAP CESF
CIVIL ENGINEERING STUDENT FORUM

VUMICOMPO

VOL-13

Department of Civil Engineering

University of Asia Pacific

Address: 74/A Green Rd, Dhaka 1215, Bangladesh , Phone: +880 2-58157096